Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

নফল সালাতের গুরুত্ব ও ফযিলত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ফাতেমা তুজ জোহরা ওয়াকিয়া

রোলঃ 23090120338

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

নফল সালাতের গুরুত্ব ও ফযিলত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ফাতেমা তুজ জোহরা ওয়াকিয়া

রোলঃ 23090120338

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " নফল সালাতের গুরুত্ব ও ফযিলত " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে ফাতেমা তুজ জোহরা ওয়াকিয়া, আইডিঃ 23090120338 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " নফল সালাতের গুরুত্ব ও ফযিলত " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: জোবায়ের হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

ফাতেমা তুজ জোহরা

(স্বাক্ষর)

ফাতেমা তুজ জোহরা ওয়াকিয়া

আইডিঃ 23090120338

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

সূচিপত্র

ভূমিকা..5

স্বলাতের সংজ্ঞা ও পরিচয়..5

সালাতের ধরন বা প্রকার..6

ফরজ সালাত 6

নফল সালাতের সংজ্ঞা ও পরিচয় 7

সালাতের পূর্বে ৭ ফরজ...8

সালাতের মধ্যে ৬ ফরজ 9

নফল সালাতের নিষিদ্ধ সময়...9

নফল সালাতের উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য...9

ইসলামে নফল সালাতের স্থান ও মর্যাদা...10

নফল সালাতের গুরুত্ব ও ফযিলত...11

নফল সালাত অন্তরের প্রশান্তি...11

গুনাহ মাফে নফল সালাত...12

আল্লাহর নৈকট্য অর্জনে নফল সালাত 16

নফল সালাত দু'আ কবুলের উপায় 18

ফরজের ঘাটতি পূরণে নফল সালাত...22

আখেরি ও দুনিয়াবি কল্যাণে নফল সালাত 23

জান্নাতে মর্যাদা বৃদ্ধিতে নফল সালাত..25

জান্নাতে রাসূলুল্লাহ (সা) এর সাথে থাকার সৌভাগ্য 25

নফল সালাত জাহান্নাম থেকে বাঁচার উপায় 26

বিশেষ কিছু নফল সালাত 27

দৈনিক ১২ রাকাত নফল সালাত 27

তাহিয়্যাতুল অজুর সালাত...29

তাহিয়্যাতুল অজুর সালাতের ফযিলত......30
তাহিয়্যাতুল মাসজিদ......31
সালাতুল ইশরাক......31
ইশরাকের সালাতের ফজিলত......32
দুহা বা চাশতের সালাত......33
চাশতের সালাতের ফযিলত......34
সালাতুল কুসুফ ও খুসুফ......36
ইস্তিখারার সালাত......37
সালাতুল হাজত......39
সালাতুল হাজতের নিয়ম......43
হাজত পূরণের দুআ......45
আওয়াবীনের সালাত......48
সালাতুত তাহাজ্জুদ......48
সালাতুত তাসবিহ......57
সালাতুত তাওবা......62
সালাতুত তারাবীহ......68
সালাতে দু'আ, জিকির ও কুরআন তিলওয়াত......72
নবী-রাসূলদের নফল সালাত......79
সাহাবাদের নফল ইবাদত......82
কুরআন ও হাদিসের আলোকে নফল সালাত......83
নফল সালাত ঘরে আদায় করা......85
সারসংক্ষেপ......86

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ তা'আলার যিনি সমগ্র বিশ্বজাহানের প্রতিপালক। সমস্ত প্রশংসা মহান রাব্বুল আ'লামিনের যিনি আমাদের এত প্রশান্তিদায়ক নিয়ামত ‘স্বলাত’ দান করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় স্বলাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন। কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَأْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۚ لَا نَسْـَٔلُكَ رِزْقًا ۚ نَحْنُ نَرْزُقُكَ ۚ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوٰي

(সূরা ত্বহা:১৩২)

অর্থ: আর তোমার পরিবার-পরিজনকে সালাত আদায়ের আদেশ দাও এবং নিজেও তার উপর অবিচল থাক। আমি তোমার কাছে কোন রিযক চাই না। আমিই তোমাকে রিযক দেই আর শুভ পরিণাম তো মুত্তাকীদের জন্য।

*এই আদেশ শুধু নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেয়া হয় নি বরং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে তাঁর সমস্ত উম্মতের জন্য। অর্থাৎ, মুসলিমদের জন্য জরুরী যে, তাঁরা নিজেদের নামাযের প্রতি যত্নবান হবে এবং পরিবারের লোকেদেরকেও নামাযের জন্য তাকীদ করবে।

স্বলাতের সংজ্ঞা ও পরিচয়

স্বলাত আরবি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ হলো দু'আ করা, ক্ষমা প্রার্থনা করা, দরুদ পাঠ করা, রহমত ইত্যাদি।

স্বলাতের পারিভাষিক অর্থ: কিছু পাঠ ও কিছু কাজের সমন্বয়ে বিশেষ একটি ইবাদত যা নির্ধারিত শর্তাবলীর সহিত (রুকু সিজদা সহকারে) আদায় করা হয়। তাকে স্বলাত বলা হয়। স্বলাত ইসলাম ধর্মে প্রতিদিনের নিয়মিত ইবাদত। একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে স্বলাত আদায় করা হয়ে থাকে। এটি মুসলিমদের দৈনিক অত্যাবশ্যকীয় ইবাদত যে বিষয়ে কুরআন ও হাদিসে বলা হয়েছে।

ইসলামের ৫ টি রুকনের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটি রুকন হলো স্বলাত। যে ইবাদত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে সংঘটিত হয়। কালিমা শাহাদাতের পরের অর্থাৎ দ্বিতীয় রুকন হলো স্বলাত। স্বলাত তাকবীরে তাহরিমা দিয়ে শুরু হয় এবং সালাম ফিরানোর মধ্য দিয়ে শেষ হয়।

সালাতের ধরন বা প্রকার

সালাত দুই ধরনের। যথা-
ক. রুকু সিজদা বিশিষ্ট সালাত
খ. রুকু সিজদা বিহীন সালাত

রুকু সিজদা বিশিষ্ট সালাত

যে সকল সালাত রুকু সিজদার সহিত আদায় করা হয়ে থাকে সেসব রুকু সিজদা বিশিষ্ট সালাত।
ফরজ (প্রতিদিনের পাঁচ ওয়াক্ত সালাত), ওয়াজিব তথা বিতির সালাত, দুই ঈদের সালাত, জুমার সালাত, চাশতের সালাত, এ
ইত্যাদি। এছাড়াও বিভিন্ন সুন্নত ও নফল সালাত সমূহ হচ্ছে রুকু সিজদা বিশিষ্ট সালাত।

রুকু সিজদা বিহীন সালাত

যেসব সালাতে রুকু-সিজদা নেই সেগুলো রুকু-সিজদা বিহীন সালাত
যেমন- জানাযার সালাত

ফরজ সালাত

ফরজ সালাত হলো দৈনিক পাঁচ ওয়াক্তের (ফজর, জোহর, আসর, মাগরিব ও ইশা) সালাত। এই পাঁচ ওয়াক্তের সালাত সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

আল্লাহ তা'আলা বান্দার উপর পাঁচ ওয়াক্তের নামাজ ফরজ করেছেন। যে কিয়ামতের দিন তা নিয়ে এই অবস্থায় উঠবে এর হককে হালকা মনে করে তা নষ্ট করা হয় নি, তবে আল্লাহর নিকট তার জন্যে ওয়াদা হলো তাকে তিনি জান্নাতে প্রবেশ করাবেন আর যে এটা করবে না

তার জন্যে আল্লাহর নিকট কোনো ওয়াদা নেই। তিনি তাকে ইচ্ছে করলে সাজা দিতে পারেন চাইলে ক্ষমাও করে দিতে পারেন।

(আহম্মদ ইবনে হাম্বল আল মুসনাদ খ, ৩৭ পৃষ্ঠা নম্বর ৩৬৬ হাদিস ২২৬৯৩ হযরত উবায়দা ইবনুস সামিত থেকে বর্ণিত)

মুসলিমদের জন্যে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্তের সালাত ফরজে আইন আর জানাযার সালাত আদায় করা ফরজে কিফায়া।

ওয়াজিব সালাত

ওয়াজিব সালাত হলো ইশার সালাতের শেষে ৩ রাকাতের বিতর সালাত ও দুই ঈদের সালাত।

সুন্নত সালাত

*ফরজ সালাতের পূর্বে দুই রাকাত সালাত (সুন্নতে মুয়াক্কাদা)

* জোহরের চার রাকাত ফরজের পূর্বে চার রাকাত ও পরে দুই রাকাত (সুন্নতে মুয়াক্কাদা)

*মাগরিবের ৩ রাকাত ফরজের পর দুই রাকাত সালাত (সুন্নতে মুয়াক্কাদা)

*ঈশার চার রাকাত ফরজের পর দুই রাকাত সালাত (সুন্নতে মুয়াক্কাদা)

* আছরের চার রাকাত ফরজের পূর্বে চার রাকাত সালাত ও ইশার চার রাকাত ফরজের পূর্বে চার রাকাত সালাত (সুন্নতে গইরে মুয়াক্কাদা)

*এছাড়াও বিভিন্ন নফল সালাতসমূহকেও সুন্নত হিসেবেও ধরা যায়। কেননা রাসূল (সা) যা করেছেন সেসব সুন্নতের অন্তর্ভুক্ত।

নফল সালাতের সংজ্ঞা ও পরিচয়

নফল আরবি শব্দ। এর অর্থ কর্তব্যের অতিরিক্ত কাজ।

ইসলামের পরিভাষায় ফরজ ও ওয়াজিবের অতিরিক্ত ইসলামি শরীয়ত প্রবর্তিত বিধান বা বিষয়কে নফল বলা হয়।

যে আমল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো করতেন আবার কখনো ছেড়ে দিতেন তাকে মুস্তাহাব বা নফল ইবাদত বলা হয়ে থাকে।

মুসলিমদের অত্যাবশকীয় সালাত (ফরজ ও ওয়াজিব) ব্যাতীত বাকি সকল সালাত ই নফল সালাত হিসেবে গণ্য করা হয়।

নফল সালাত আবশ্যকীয় নয়, তবে তা আদায় করে অধিক সওয়াব লাভ করা যায়। এমনকি নিয়মিত আদায়ের ফলে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়।
আমাদের দৈনিক পাঁচ ওয়াক্তের সালাতের মধ্যে তিন ওয়াক্তের সাথে নফল সালাত যুক্ত রয়েছে। যথা-

ক. জোহর সালাতের শেষে দুই রাকাত সালাত
খ. মাগরিব সালাতের শেষে দুই রাকাত সালাত
গ. ইশার সালাতের শেষে দুই রাকাত সালাত

এছাড়া, আল্লাহ তা'আলা যেকোনো প্রয়োজনে সালাতের মাধ্যমে সাহায্য চাইতে বলেছেন। এই যেকোনো প্রয়োজনে যেসব সালাত আদায় করা হয় সেসকল সালাতসমূহ নফল সালাতের অন্তর্ভুক্ত।

সালাতের পূর্বে ৭ ফরজ

সালাত সঠিক হওয়ার জন্যে তেরোটি শর্ত বা ফরজ কাজ রয়েছে। এগুলো পূরণ না করলে সালাত হবে না।
সালাতের পূর্বে ৭ টি ফরজ কাজ। এগুলোকে সালাতের আহকাম বলা হয়ে থাকে। যথা-
১. ওয়াক্তমত নামাজ পড়া (সালাতের ওয়াক্ত হওয়া)
২. শরীর পাক হওয়া
৩. কাপড় পাক হওয়া
৪. সালাতের জায়গা পাক হওয়া
৫. সতর ঢাকা
৬. কিবলামুখী হওয়া
৭. অন্তরে সালাতের নিয়ত করা

সালাতের মধ্যে ৬ ফরজ

সালাত শুরুর পর ৬ টি ফরজ কাজ বা শর্ত রয়েছে। এগুলোকে সালাতের আরকান বলা হয়ে থাকে। যথা-

১. তাকবিরে তাহরীমা বলা
২. কিয়াম করা (দাঁড়ানো)
৩. কিরাআত পড়া (তিলওয়াত করা)
৪. রুকু করা
৫. সিজদা করা
৬. শেষ বৈঠক

নফল সালাতের নিষিদ্ধ সময়

নফল সালাতের কিছু বিধিনিষেধ রয়েছে। নফল সালাতের নিষিদ্ধ সময় পাঁচটি। এই পাঁচ সময় ব্যতীত যেকোনো সময় নফল সালাত আদায় করা যাবে। যথা-

১. সূর্যোদয়ের ঠিক সময় থেকে শুরু করে সূর্য ভালোভাবে উঠার আগ পর্যন্ত,
২. যখন সূর্য ঠিক মাথার উপরে থাকে,
৩. সূর্যাস্তের সময় থেকে শুরু করে সূর্য পুরোপুরি ডুবে যাওয়ার আগ পর্যন্ত,
৪. ফজরের ফরজ সালাতের পর থেকে সূর্যোদয়ের সময় পর্যন্ত (অর্থাৎ ফজরের ওয়াক্ত শেষ হওয়া পর্যন্ত),
৫. আসরের ফরজ সালাতের পর থেকে আসরের ওয়াক্ত শেষ হওয়া পর্যন্ত।

নফল সালাতের উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য

নফল সালাতের মূল উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করা এবং ফরজ সালাতে হওয়া ভুলত্রুটি সংশোধনের সুযোগ তৈরি।
নফল সালাতের তাৎপর্য হলে এটি বান্দার আধ্যাত্মিক উন্নয়নে সহায়ক। আল্লাহর কাছে এটি একটি বিশেষ ইবাদত। নফল সালাত হলো আল্লাহর পছন্দনীয় এমন এক ঐচ্ছিক ইবাদত যা ফরজ ও ওয়াজিব ব্যতীত অন্যান্য সকল সালাতকে অন্তর্ভুক্ত করে।

ইসলামে নফল সালাতের স্থান ও মর্যাদা

নামাজ হলো ইসলামি শরীয়তে ইমানের পর সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। প্রতিদিনের নিয়মিত যে ফরজ-ওয়াজিব ও সুন্নতে মুয়াক্কাদা নামাজ রয়েছে, এসব তো আমাদের জন্যে অবধারিত। এগুলোর কোনো বিকল্প নেই। এর বাইরে আছে নফল নামাজ। ফরজের পাশাপাশি নফল নামাজের কথাও কুরআন ও হাদিসে বারবার আলোচিত হয়েছে। সকল ইবাদতের সেরা ইবাদত নামাজ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে এই বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন,

طول القنوت

অর্থ: দীর্ঘ কুনুত (সহিহ মুসলিম: হাদিস ৭৫৬)

এ কুনুত শব্দ দিয়ে এখানে কী উদ্দেশ্য এ বিষয়ে ইমাম নববী রাহ. এর ভাষ্য হলো দীর্ঘ কুনুত মানে দীর্ঘ কিয়াম। দীর্ঘ সময় ধরে নামাজে দাঁড়িয়ে থাকা। আর দাঁড়িয়ে থাকা মানেই কুরআন তিলওয়াত চালিয়ে যাওয়া।

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন,

يٰۤاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ۙ
قُمِ الَّيْلَ اِلَّا قَلِيْلًا ۙ
نِّصْفَهٗۤ اَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيْلًا ۙ
اَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا ؕ

অর্থ: হে কম্বলাবৃত! রাতে নামাযে দাঁড়িয়ে থাকো, কিছু অংশ ব্যতীত। অর্ধরাত কিংবা তার চেয়ে কিছু কম। অথবা তার চেয়ে কিছু বেশি। আর কুরআন তিলওয়াত করো ধীরে ধীরে ও সুস্পষ্টভাবে।
(সূরা মুযযাম্মিল ৭৩:১-৪)

এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা কোনো ফরজ সালাতের কথা বলেন নি বরং রাতের কিছু অংশে সালাত আদায়ের কথা বলেছেন যা নফল সালাতের ইঙ্গিত করে। এ থেকে বুঝা যায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা কুরআনে নফল সালাতের নির্দেশ দিয়েছেন।

নফল সালাতের গুরুত্ব ও ফযিলত

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

আমার বান্দা নফলের মাধ্যমে আমার নিকটবর্তী হতে থাকে। একপর্যায়ে সে আমার মাহবুব ও ভালোবাসার পাত্র হয়ে যায়...
(সহিহ বুখারি ২/৯৬৩)

এটা হাদিসে কুদসী। আর হাদিসে কুদসী হলো যা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বপ্নযোগে প্রাপ্ত। হাদিসে কুদসী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের ভাষায় বর্ণনা করেন কিন্তু তা আল্লাহর দিকে নির্দেশ করে।

এই হাদিস থেকে বুঝা যায় নফল সালাতের গুরুত্ব কতটা। এছাড়াও নফল সালাতের আরও অসংখ্য গুরুত্ব ও ফযিলত রয়েছে। যেমন- আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা যায়, গুনাহ মাফ হয়, অন্তরে প্রশান্তি লাভ হয়, জান্নাতে মর্যাদা বৃদ্ধি করে, বিভিন্ন আখেরি ও দুনিয়াবি কল্যাণ লাভ করা যায়, ইত্যাদি।

নফল সালাত অন্তরের প্রশান্তি

নফল সালাত বান্দার অন্তরে প্রশান্তি আনয়ন করে।
নফল সালাতের মাধ্যমে আল্লাহকে অধিক স্মরণ করা হয়, অন্তরে প্রশান্তি লাভ করা যায়।

সালাতের মধ্যে রয়েছে ইহকালীন ও পরকালীন আত্মিক প্রশান্তি-আরাম এবং চক্ষু শীতলতা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ ؕ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ ؕ

যারা বিশ্বাস করেছে এবং আল্লাহর স্মরণে যাদের হৃদয় প্রশান্ত হয়। জেনে রাখ, আল্লাহর স্মরণেই হৃদয় প্রশান্ত হয়।
(সূরা রা'দ ১৩:২৮)

আর সম্পূর্ণ সালাতই আল্লাহর যিকির বরং সালাত আল্লাহর যিকির প্রতিষ্ঠার জন্যই প্রবর্তন করা হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

اِنَّنِيْٓ اَنَا اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاعْبُدْنِيْ ۙ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِي ۝

নিশ্চয় আমিই আল্লাহ, আমি ছাড়া কোন (সত্য) উপাস্য নেই; অতএব আমারই উপাসনা কর এবং আমাকে স্মরণের জন্য নামায কায়েম কর।
(সূরা ত্বহা ২০:১৪)

নামাযে আল্লাহর সাথে নিভৃত আলাপ হয়। এজন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ.

আমার চোখের শীতলতা রাখা হয়েছে নামাযের মধ্যে। (মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ১২২৯৩; সুনানে নাসায়ী, হাদীস ৩৯৩৯)

গুনাহ মাফে নফল সালাত

আল্লাহর স্মরণ সকল পুণ্যের চাবিকাঠি, সকল পাপ থেকে বাঁচার উপায়। মানুষ যখন আল্লাহর স্মরণ থেকে বিমুখ হয় বা আল্লাহকে ভুলে যায় তখনই সে অন্যায়-অনাচারে লিপ্ত হয়। মানুষের মনে আল্লাহর স্মরণ যত গভীর হবে, ততই তা জীবন ও কর্মকে পরিশীলিত করবে। সালাত মানুষ কে অন্যায় ও খারাপ কাজ থেকে দূরে রাখে। আল্লাহ তা'আলা কুরআনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে বলেছেন,

اُتْلُ مَآ اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ وَ اَقِمِ الصَّلٰوةَ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰي عَنِ الْفَحْشَآءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ لَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ.

আপনার কাছে যে কিতাব ওহী করা হয়েছে তা পাঠ করুন এবং নামায আদায় করুন। নিশ্চয়ই নামায অশ্লীল ও গর্হিত কাজ থেকে নিষেধ করে। আর আল্লাহর স্মরণ তো সবচেয়ে বড়। তোমরা যা কর আল্লাহ তা জানেন। (সূরা আনকাবূত ২৯ : ৪৫)

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে নামায নামাযীকে অশ্লীল ও গর্হিত কাজ থেকে নিষেধ করে। নামাযে কুরআন তিলাওয়াত করা হয় আর কুরআন মানুষকে সব রকমের অন্যায় ও গর্হিত কাজ থেকে নিষেধ করে। কারণ নামাযের কিয়াম, রুকু, সিজদা, নামাযের যিকির ও তাসবীহ নামাযীকে আল্লাহ তাআলার সাথে তার সম্পর্ক নবায়ন করে দেয়। কাজেই যে নামাযের উচ্চারিত-অনুচ্চারিত বাণী শ্রবণ করে, সে বুঝতে পারে যে, নামায তাকে সব রকমের অন্যায় ও গর্হিত কাজ থেকে বিরত থাকতে বলছে। যত বেশি নফল সালাত আদায় করা হয় তত বেশি অযুর ও দরকার হয়। আর অযুর ফলে গুনাহ মাফের সুযোগ বৃদ্ধি পায়। নামাযের জন্য পবিত্রতা অর্জন অপরিহার্য। তাহলে নামায আদায়ের শুরু পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যমে। আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজীদে ইরশাদ করেছেন,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قُمْتُمْ اِلَي الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَ اَيْدِيَكُمْ اِلَي الْمَرَافِقِ وَ امْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَ اَرْجُلَكُمْ اِلَي الْكَعْبَيْنِ وَ اِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا وَ اِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰٓي اَوْ عَلٰي سَفَرٍ اَوْ جَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَآىِٕطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَ اَيْدِيْكُمْ مِّنْهُ مَا يُرِيْدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَّ لٰكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَ لِيُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْن.َ

হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন নামাযের উদ্দেশ্যে ওঠো তখন তোমাদের মুখমণ্ডল ও কনুইসহ হাত ধৌত করবে। তোমাদের মাথায় মাসেহ করবে এবং পা টাখনুসহ (ধৌত করবে)। আর যদি গোসল জরুরি এমন নাপাক অবস্থায় থাক, তাহলে সমধিক পবিত্রতা অর্জন করবে (গোসল করবে)। আর যদি অসুস্থ হও কিংবা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেউ শৌচস্থান থেকে আসে কিংবা স্ত্রী সহবাস কর; অতঃপর পানি না পাও তাহলে পবিত্র মাটির ইচ্ছা করবে; তা দ্বারা নিজেদের মুখমণ্ডল ও হাতে মাসেহ করবে। আল্লাহ তোমাদের ওপর কোনোরূপ কষ্ট আরোপ করতে চান না, তিনি তোমাদের পবিত্র করতে চান এবং তোমাদের প্রতি তাঁর দান পূর্ণ করতে চান। যাতে তোমরা শোকর কর। (সূরা মায়েদা ৫: ৬)

ওযু-গোসলের বিধান পবিত্রতার জন্য। তবে এর মাধ্যমে যে পরিচ্ছন্নতাও অর্জিত হয় তা তো খুবই স্পষ্ট। ইসলামের এক গুরুত্বপূর্ণ সুন্নত হচ্ছে মিসওয়াক, যা ওযুর সময় আরো তাকীদপূর্ণ। মিসওয়াকের তাৎপর্য উল্লেখ করে হাদীস শরীফে বলা হয়েছে,

السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ، مَرْضَاةٌ لِلرَّبِ.

মিসওয়াক হচ্ছে মুখের পবিত্রতা (পরিচ্ছন্নতা) ও আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের উপায়।

(সুনানে নাসায়ী, হাদীস ৫)

আমরা জানি, মানুষের উন্নত জীবনের অনুষঙ্গগুলোর একটি হচ্ছে পরিচ্ছন্নতা। ইসলামী জীবনধারায় তা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। কারণ ইসলামে ফরজ-নফল সবধরনের নামাযে পবিত্রতা অপরিহার্য। আর আগে বলা হয়েছে, ওযু-গোসলের বিধানের অন্যতম সুফল ও তাৎপর্য হচ্ছে পরিচ্ছন্নতা। কাজেই নিয়মিত নামায আদায়কারী যখন নিজেকে পাক-পবিত্র রাখবে তখন এর মধ্য দিয়ে তার মধ্যে পরিচ্ছন্নতার স্বভাবও তৈরি হবে।

উল্লেখ্য, পবিত্রতা সাধারণ পরিচ্ছন্নতার চেয়ে উন্নত বিষয়। ইসলামে পবিত্রতার যে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে তার ন্যূনতম সুফলটি হচ্ছে পরিচ্ছন্নতা, যা সভ্য জীবনের অতি বড় অনুষঙ্গ।

পবিত্রতার দ্বারা শুধু দৈহিক পরিচ্ছন্নতাই নয়, পাপের কালিমা থেকেও পরিচ্ছন্নতা অর্জিত হয়। হাদীস শরীফে পবিত্রতার এই সুফল অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ভাষায় বর্ণিত হয়েছে।

আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ -أَوِ الْمُؤْمِنُ- فَغَسَلَ وَجْهَه خَرَجَ مِنْ وَجْهِه كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْه مَعَ الْمَاءِ -أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ- فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ -أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ- فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلَاهُ مَعَ الْمَاءِ - أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ - حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوب.ِ

কোনো মুমিন বান্দা যখন ওযু করে, ওযুতে সে যখন তার মুখমণ্ডল ধৌত করে তখন তার মুখমণ্ডল থেকে পানির সাথে ঐসব গোনাহ ঝরে পড়ে, যার দিকে সে দুই চোখ দিয়ে তাকিয়েছিল। এরপর যখন সে দুই হাত ধৌত করে তখন দুই হাত থেকে পানির সাথে ঐসকল গোনাহ ঝরে পড়ে, যা সে হাত দিয়ে করেছিল। এরপর যখন সে দুই পা ধৌত করে তখন পানির সাথে ঐসকল গোনাহ বের হয়ে যায়, যার মধ্যে সে পা দিয়ে চলেছিল। পরিশেষে সে গোনাহ থেকে পরিচ্ছন্ন হয়ে যায়।
(সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৪৪)

উসমান ইবনু আফফান রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ، حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِهِ.

যে ওযু করে ও উত্তমরূপে ওযু করে, তার শরীর থেকে গোনাহসমূহ বের হয়ে যায়। এমনকি তার নখের নিচ থেকেও বের হয়ে যায়।
(সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৪৫)

আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

أَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ. قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ.

আমি কি তোমাদেরকে ঐ বিষয়ের দিকে নির্দেশনা দেব না, যারা দ্বারা আল্লাহ তাআলা গোনাহসমূহ মুছে দেবেন এবং মর্তবাসমূহ বুলন্দ করবেন?

সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, অবশ্যই বলুন।

তিনি বললেন, কষ্টের সময়গুলোতে পূর্ণ ওযু করা, মসজিদের দিকে অধিক পদক্ষেপ এবং এক নামাযের পর অন্য নামাযের অপেক্ষা করা। এই হচ্ছে ‘সীমান্ত প্রহরা’।
(সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৫১)

আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهَرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ، يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا، مَا تَقُولُ ذلِكَ؟ يُبْقِي مِنْ دَرَنِه؟ قَالُوا: لَا يُبْقِي مِنْ دَرَنِه شَيْئًا، قَالَ: فَذلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا.

বল তো, তোমাদের কারো দরজায় যদি একটি নহর থাকে, যাতে সে প্রতিদিন পাঁচ বার গোসল করে, তাহলে কী বল, তার দেহে কি কোনো ময়লা থাকতে পারে? সাহাবায়ে কেরাম বললেন, তার দেহে কোনো ময়লাই থাকবে না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এটি হচ্ছে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের উপমা।
(সহীহ বুখারী, হাদীস ৫২৮)

যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্তের সালাতে নিজের গুনাহসমূহ মাফের যে সুযোগ পাই, এর পাশাপাশি নিয়মিত নফল সালাতের দ্বারা আরও বেশি গুনাহ মাফের সুযোগ বৃদ্ধি পায়।

আল্লাহর নৈকট্য অর্জনে নফল সালাত

আল্লাহর নৈকট্য লাভের সবচেয়ে সহজ উপায় হচ্ছে সালাত। সালাতের মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়ার সুযোগ পাই।
নামায আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভের উপায়।

এই নামায মুমিনকে আল্লাহর নৈকট্য দান করবে। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে,

كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَ اسْجُدْ وَ اقْتَرِب.

কখনো নয়, আপনি তার আনুগত্য করবেন না। আপনি সিজদা করুন এবং (সিজদা ও অন্যান্য নেক আমলের মাধ্যমে) নিকটবর্তী হোন। (সূরা আলাক ৯৬: ১৯)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামায পড়তেন আবু জাহল নানাভাবে তাঁর নামাযে বাধা সৃষ্টি করত। আল্লাহ তাআলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তার পরোয়া না করে নামায আদায়ে যত্নবান থাকার নির্দেশ দান করেছেন। তাঁর সকাশে সিজদা করতে এবং তাঁর নৈকট্য অর্জন করতে বলেছেন। এই আয়াত থেকে বোঝা যায়, নামাযে সিজদা হচ্ছে আল্লাহ তাআলার নৈকট্য অর্জনের বড় উপায়।

হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে,

أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ.

বান্দা আল্লাহর সবচেয়ে নিকটবর্তী হয় যখন সে সিজদাবনত।
(সহীহ মুসলিম, হাদীস ৪৮২)

এখানে আল্লাহ তাআলার বিশেষ নৈকট্যের কথা বলা হয়েছে। সাধারণভাবে গোটা সৃষ্টিজগৎ আল্লাহ তাআলার জ্ঞান ও কর্তৃত্বের ভেতরে। এদিক থেকে সৃষ্টিজগতের কোনো কিছুই আল্লাহ

তাআলা থেকে দূরে নয়। মুমিন-কাফের সবার সকল কর্ম ও বিশ্বাস সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা পূর্ণ অবগত। গোটা সৃষ্টিজগত তাঁর কবজার ভেতরে। তবে এটা হচ্ছে সাধারণ নিকটবর্তিতা। কিন্তু আল্লাহ তাআলার বিশেষ নৈকট্য শুধু সৎকর্মপরায়ন মুমিনদের জন্য। আল্লাহ তাআলা বলেন,

اِنَّ رَحْمَتَ اللهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْن.

নিশ্চয়ই আল্লাহর রহমত ঈমানদার সৎকর্মপরায়নদের অতি নিকটে। (সূরা আরাফ ০৭ : ৫৬)

সেই নৈকট্যের অর্থ তাঁর সন্তুষ্টি, দান ও অনুগ্রহ। কাজেই সিজদার মাধ্যমে বান্দা আল্লাহ তাআলার সবচেয়ে বেশি সন্তুষ্টি অর্জন করে, সবচেয়ে বেশি দান ও অনুগ্রহের পাত্রে পরিণত হয়।

মানুষ যেসব আমলের মাধ্যমে আল্লাহর ভালোবাসা ও নৈকট্য লাভে ধন্য হয় তন্মধ্যে নফল সালাত অন্যতম। এ সালাতের মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন,

إِنَّ اللهَ قَالَ مَنْ عَادَى لِى وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَىَّ عَبْدِى بِشَىْءٍ أَحَبَّ إِلَىَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِى يَتَقَرَّبُ إِلَىَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِى يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِى يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِى يَبْطُشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِى يَمْشِى بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِى لأُعْطِيَنَّهُ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِى لأُعِيذَنَّه ،

‘আল্লাহ বলেন, যে ব্যক্তি আমার কোন প্রিয় বান্দার সাথে দুশমনী করল, আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দিলাম। আমি যেসব বিষয় ফরয করেছি, তার মাধ্যমে আমার নৈকট্য অনুসন্ধানের চাইতে প্রিয়তর আমার নিকটে আর কিছু নেই। বান্দা বিভিন্ন নফল ইবাদতের মাধ্যমে সর্বদা আমার নৈকট্য হাছিল করে, এমনকি আমি তাকে ভালোবাসি। অতঃপর যখন আমি তাকে ভালোবাসি, তখন আমিই তার কান হয়ে যাই, যা দিয়ে সে শ্রবণ করে। চোখ হয়ে যাই, যা দিয়ে সে দর্শন করে। হাত হয়ে যাই, যা দিয়ে সে ধারণ করে। পা হয়ে যাই, যার সাহায্যে সে চলাফেরা করে। যদি সে আমার নিকটে কোন কিছু প্রার্থনা করে, আমি তাকে তা দান করে থাকি। যদি সে আশ্রয় ভিক্ষা করে, আমি তাকে আশ্রয় দিয়ে থাকি’...। (বুখারী :৬৫০২; মিশকাত :২২৬৬)

যে ব্যক্তি যত বেশি নফল সালাত আদায় করবে সে ততবেশি আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়ার সুযোগ পাবে।

নফল সালাত দু'আ কবুলের উপায়

দু'আ করার সবচেয়ে উপযোগী মাধ্যম হচ্ছে সালাত।
আরবী ভাষায় 'সালাত' শব্দের মূল আভিধানিক অর্থ দুআ। কুরআন মাজীদেও 'সালাত' শব্দটি এই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে লক্ষ করে ইরশাদ হয়েছে,

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُم.

তাদের সম্পদ থেকে সদাকা গ্রহণ করুন; যার মাধ্যমে আপনি তাদেরকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করবেন। আর তাদের জন্য দুআ করুন। নিশ্চয়ই আপনার দুআ তাদের জন্য প্রশান্তির উপকরণ। (সূরা তাওবা ৯ : ১০৩)

লক্ষ করলে দেখা যাবে, নামাযের সিংহভাগ বিষয়ই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দুআ। সূরাতুল ফাতিহা, যা প্রতি নামাযে অবশ্যপঠনীয়, তার গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে আল্লাহ তাআলার কাছে সরল পথের প্রার্থনা ও দুআ।

সহীহ মুসলিমে আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত একটি দীর্ঘ হাদীসে আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা বলেন,

قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ.

আমি সালাতকে (অর্থাৎ, সূরাতুল ফাতিহাকে) আমার ও আমার বান্দার মাঝে অর্ধাঅর্ধি ভাগ করেছি। আর আমার বান্দা যা চেয়েছে তা সে পাবে।
বান্দা যখন বলে,

اَلْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

(সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি জগৎসমূহের প্রতিপালক।)

আল্লাহ তাআলা বলেন,

حَمِدَنِيْ عَبْدِي.ْ

আমার বান্দা আমার প্রশংসা করেছে। যখন সে বলে,

الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم.ِ

(যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু)

আল্লাহ তাআলা বলেন,

أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي.

আমার বান্দা আমার গুণগান করেছে। যখন সে বলে,

مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْن.ِ

(যিনি কর্মফল-দিবসের মালিক)

আল্লাহ তাআলা বলেন

مَجَّدَنِي عَبْدِي.

আমার বান্দা আমার মহত্ব বর্ণনা করেছে।

যখন সে বলে,

اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْن.ُ

(হে আল্লাহ) আমরা তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য চাই।

তখন আল্লাহ তাআলা বলেন,

هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَل.َ

এটা আমার ও আমার বান্দার মাঝে। আর আমার বান্দা যা চেয়েছে তা সে পাবে।

যখন সে বলে,

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ، صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ، غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَ لَاالضَّآلِّيْنَ.

তখন আল্লাহ তাআলা বলেন,

هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ.

এটা আমার বান্দার জন্য। আর আমার বান্দা যা চেয়েছে তা সে পাবে।
(সহীহ মুসলিম, হাদীস ৩৯৫)

এছাড়া নামাযের ছানা, রুকু-সিজদার তাসবীহ ইত্যাদিও পরোক্ষভাবে দুআ।
নুমান ইবনে বাশীর রা. থেকে বর্ণিত, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

الدُّعَاءُ هُوَ العِبَادَةُ.

দুআই ইবাদত।

এরপর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আয়াত তিলাওয়াত করেন—

وَ قَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِيْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دٰخِرِيْنَ.

তোমাদের প্রতিপালক বলেছেন, তোমরা আমাকে ডাকো। আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব (দুআ কবুল করব)। নিশ্চয়ই অহংকারবশে যারা আমার ইবাদত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তারা লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। (সূরা মুমিন ৪০ : ৬০) —সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ১৪৭৯; জামে তিরমিযী, হাদীস ২৯৬৯

সালাতের মাধ্যমে দু'আ করা হয়। যত বেশি নফল সালাত তত বেশি দু'আ। আর তত বেশি দু'আ কবুল হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

দুআকারী যখন দুআ করে তখন সে তার সকল কিছু আল্লাহর হাতে সোপর্দ করে সাহায্যপ্রার্থী হয়। তার প্রয়োজন পূরণে আল্লাহর প্রতি পরিপূর্ণ নির্ভরশীল হয়। সে এই বিশ্বাস থেকেই প্রভুমুখী হয়। আল্লাহ ছাড়া আর কারও প্রতি ভ্রূক্ষেপ করে না। বন্দেগীর এই দৃশ্যটা

অসাধারণ। আল্লাহ তাআলা কাকুতি মিনতি করে প্রার্থনাকারীকে পছন্দ করেন। ভরসাকারীকে পছন্দ করেন। একনিষ্ঠ ইবাদতকারীকে পছন্দ করেন।

প্রত্যেক মুসলমানের জীবনে যখনই কোনো অভাব বা সমস্যা সৃষ্টি হয় তার কর্তব্য দুআয় মগ্ন হওয়া। আল্লাহর কাছে নিজের প্রয়োজন প্রকাশ করা ও কাকুতি মিনতি করে চাইতে থাকা।

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي.

আল্লাহ তাআলা বলেন, আমি আমার বান্দার সাথে তার ধারণার অনুরূপ আচরণ করি। সে যখন আমায় ডাকে আমি তার ডাকে সাড়া দেই। —সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৬৭৫

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

إِنَّهُ مَنْ لَمْ يَسْأَلِ اللهَ يَغْضَبْ عَلَيْه.

যে আল্লাহর কাছে চায় না, আল্লাহ তার প্রতি নারাজ হন। —জামে তিরমিযী, হাদীস ২৬৮৬

কুরআনুল কারীমের অনেক আয়াতে আল্লাহর নির্দেশ এসেছে দুআ করার। দুআ না করা আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণ এবং তা অহংকারের প্রকাশও বটে। ইরশাদ হয়েছে—

وَ قَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِيْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دٰخِرِيْنَ.

তোমাদের প্রতিপালক বলেছেন, আমাকে ডাকো। আমি তোমাদের দুআ কবুল করব। নিশ্চয়ই অহংকারবশে যারা আমার ইবাদত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তারা লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। —(সূরা গাফির ৪০ :৬০)

اِذَا سَاَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ فَاِنِّيْ قَرِيْبٌ اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِيْ وَ لْيُؤْمِنُوْا بِيْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْن.

(হে নবী!) আমার বান্দাগণ যখন আপনার কাছে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে তখন (আপনি তাদেরকে বলুন যে,) আমি এত নিকটবতীর্ যে, কেউ যখন আমাকে ডাকে, আমি তার ডাক শুনি। সুতরাং তারাও আমার কথা অন্তর দিয়ে গ্রহণ করুক এবং আমার প্রতি ঈমান আনুক, যাতে তারা সঠিক পথে এসে যায়। –(সূরা বাকারা ২:১৮৬]

ফরজের ঘাটতি পূরণে নফল সালাত

আল্লাহ তা'আলার একান্ত সান্নিধ্য লাভের জন্য ফরয ইবাদত যেমন জরুরী, তেমনি ফরয ইবাদতের ঘাটতি পূরণ করার জন্য নফল ইবাদত জরুরী। আমাদের অনেকের বিভিন্ন সময়ে ফরয সালাতে ঘাটতি হয়ে যায়। এক্ষেত্রে হাশরের ময়দানে ফরয সালাতের ঘাটতি পূরণ হবে নফল সালাত দ্বারা। যেমন আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি,

إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلاَتُهُ فَإِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ فَإِنِ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَىْءٌ قَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِى مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكَمَّلَ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِك ،

'ক্বিয়ামতের দিন বান্দার সর্বপ্রথম হিসাব নেওয়া হবে তার সালাতের। যদি তার সালাতের হিসাব সঠিক হয় তাহলে সে সফলকাম হবে ও নাজাত পাবে। আর যদি সালাত বিনষ্ট হয়ে যায় তাহলে সে বিফল ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যদি ফরয সালাতে কিছু কমতি হয়, তাহলে প্রতিপালক আল্লাহ বলবেন, দেখ আমার বান্দার কোন নফল ইবাদত আছে কি-না? তখন নফল দিয়ে ফরযের ঘাটতি পূরণ করা হবে। অতঃপর তার অন্যান্য সকল আমল সম্পর্কেও অনুরূপ করা হবে (যেমন ছালাত, ছিয়াম, যাকাত, হজ্জ ইত্যাদিতে)।

(আবূদাঊদ :৮৬৪; তিরমিযী: ৪১৩)

আখেরি ও দুনিয়াবি কল্যাণে নফল সালাত

নফল সালাতের দ্বারা আখিরাত ও দুনিয়াবি বিভিন্ন কল্যাণ অর্জিত হয়। সালাতের মাধ্যমে আল্লাহকে অধিক স্মরণ করা হয়। এতে আল্লাহর তার বান্দাকে স্মরণ করেন। যে আল্লাহর স্মরণে থাকে তার জন্যে আখেরি জীবন সুন্দর ও শান্তিদায়ক হয়ে উঠে।
নামায হচ্ছে আল্লাহ তাআলার স্মরণের গুরুত্বপূর্ণ উপায়। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে,

اِنَّنِیۡٓ اَنَا اللّٰہُ لَاۤ اِلٰہَ اِلَّاۤ اَنَا فَاعۡبُدۡنِیۡ ۙ وَ اَقِمِ الصَّلٰوۃَ لِذِکۡرِیۡ.

নিশ্চয়ই আমিই আল্লাহ। আমি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। অতএব আমার ইবাদত করবে এবং আমার স্মরণে নামায আদায় করবে। (সূরা ত্বহা ২০:১৪)

যখন কোনো বান্দা আল্লাহকে স্মরণ করে আল্লাহ তাআলাও তাকে স্মরণ করেন। ইরশাদ হয়েছে,

فَاذۡکُرُوۡنِیۡۤ اَذۡکُرۡکُمۡ.

তোমরা আমাকে স্মরণ কর, তাহলে আমি তোমাদের স্মরণ করব।
(সূরা বাকারা ০২ : ১৫২)

আল্লাহ তাআলা বান্দাকে স্মরণ করার অর্থ, তাঁর পক্ষ থেকে অনুগ্রহে ভূষিত হওয়া, নূর, হেদায়েত, রহমত ও মাগফিরাত লাভ করা। আল্লাহ তাআলার এই মহা অনুগ্রহ যে বান্দার নিজের কর্ম থেকে অনেক অনেক বড় তা তো বলাই বাহুল্য। বান্দাও আল্লাহকে স্মরণ করে, আল্লাহ্ও বান্দাকে স্মরণ করেন। কিন্তু আল্লাহর স্মরণ বান্দার স্মরণের চেয়ে অনেক বড়, অনেক মহান। আল্লাহ তাআলার দয়ায় বান্দা গোনাহ থেকে পাকসাফ হয়ে যায়।

দুনিয়াবি যেকোনো প্রয়োজনে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতে বলা হয়েছে। এতে আল্লাহ তা বান্দার জন্যে কল্যাণকর হলে কবুল করেন কিংবা কল্যাণকর বস্তু দান করেন। আর আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনার সবচেয়ে উপযুক্ত মাধ্যম হচ্ছে সালাত। যা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা নিজেই করতে বলেছেন। আল্লাহ তা'আলা কুরআনে বলেছেন,

وَاسۡتَعِیۡنُوۡا بِالصَّبۡرِ وَالصَّلٰوۃِ ؕ وَاِنَّہَا لَکَبِیۡرَۃٌ اِلَّا عَلَی الۡخٰشِعِیۡنَ ۙ

তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করএবং বিনীতগণ ব্যতীত আর সকলের নিকট নিশ্চিতভাবে এ কঠিন।
(সূরা বাকারা ২:৪৫)

এই আয়াতে দুইটি বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে।
(১) ধৈর্য এবং নামায প্রত্যেক আল্লাহভীরু লোকের বড় হাতিয়ার। নামাযের মাধ্যমে একজন মু'মিনের সম্পর্ক মহান আল্লাহর সাথে বলিষ্ঠ হয়। এরই দ্বারা সে আল্লাহর নিকট থেকে শক্তি ও সাহায্য লাভ করে। ধৈর্যের মাধ্যমে কার্যে সুদৃঢ় এবং দ্বীনে প্রতিষ্ঠিত থাকার প্রেরণা সৃষ্টি হয়। হাদীসে এসেছে, "নবী কারীম (সাঃ)-এর সামনে যখন কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এসে উপস্থিত হত, তখন তিনি সত্বর নামাযের শরণাপন্ন হতেন।" (আহমদ, আবূ দাউদ, ফাতহুল ক্বাদীর)

(২) নামাযের যত্ন নেওয়া সাধারণ মানুষের জন্য ভারী কাজ, কিন্তু বিনয়ী-নম্র মানুষের জন্য তা সহজ এবং নামায তাঁদের হূদয়ের প্রশান্তির উপকরণ। এই লোক কারা? এরা সেই লোক যাঁরা কিয়ামতের উপর পূর্ণ বিশ্বাস রাখে। অর্থাৎ, কিয়ামতের প্রতি বিশ্বাস সৎকর্মসমূহকে সহজতর করে দেয় এবং আখেরাত থেকে উদাসীনতা মানুষকে আমলহীন; বরং বদ আমলের অভ্যাসী বানিয়ে দেয়।

আল কুরআনে আল্লাহ বলেন,

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰي ۙ

নিশ্চয় সে সাফল্য লাভ করে, যে নিজেকে পরিশুদ্ধ করে।

وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰي ۭ

এবং নিজ প্রতিপালকের নাম স্মরণ করে ও নামায আদায় করে।
(সূরা আল আ'লা ৮৭:১৪-১৫)

আয়াতে উল্লিখিত “ফালাহ” শব্দটি এমন ব্যাপক যার অর্থ দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ বুঝায়।

এতে বুঝা যায় নফল সালাত দ্বারা আখেরি ও দুনিয়াবি বিভিন্ন কল্যাণ লাভ করা যায়।

জান্নাতে মর্যাদা বৃদ্ধিতে নফল সালাত

নফল সালাত মুসল্লীর মর্যাদা উন্নত করে এবং তার পাপ মোচন করে তাকে আল্লাহর খাঁটি বান্দায় পরিণত করে। জান্নাতে উচ্চ মর্যাদা লাভের যত মাধ্যম রয়েছে তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হল নফল ছালাত। মা'দান ইবনু ত্বালহা (রহঃ) বলেন, আমি একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মুক্তদাস সাওবান (রাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে বললাম,

أَخْبِرْنِى بِعَمَلٍ أَعْمَلُهُ يُدْخِلُنِى اللهُ بِهِ الْجَنَّةَ
فَسَكَتَ ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَسَكَتَ ثُمَّ سَأَلْتُهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ سَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ لِلَّهِ فَإِنَّكَ لاَ تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلاَّ رَفَعَكَ اللهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةً ،

'আমাকে এমন একটি কাজের সন্ধান দিন, যে কাজ আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে? তিনি চুপ থাকলেন। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম। তিনি চুপ থাকলেন। আমি তৃতীয়বার তাকে একই প্রশ্ন করলাম। তিনি উত্তরে বললেন, আমি নিজেও এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন, তোমার উচিত আল্লাহকে বেশী বেশী সিজদা করা। কেননা আল্লাহর উদ্দেশ্যে প্রতিটি সিজদার মাধ্যমে আল্লাহ তোমার সম্মানের স্তর একটি করে বৃদ্ধি করবেন ও তোমার থেকে একটি করে গোনাহ দূর করে দিবেন'।
(মুসলিম ৪৪৮, ইবনু মাজাহ্ ১৪২৩, তিরমিযী ৩৮৮, আহমাদ ২২৩৭৭।)

জান্নাতে রাসূলুল্লাহ (সা) এর সাথে থাকার সৌভাগ্য

জান্নাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে থাকা বড়ই সৌভাগ্য ও মর্যাদার বিষয়। এই সৌভাগ্য তারাই অর্জন করতে পারবে যারা অধিক হারে নফল সালাত আদায় করবে। এর মাধ্যমে তার সওয়াব বৃদ্ধি পাবে এবং গুনাহ দূর হবে। রবী'আহ বিন কা'ব (রাঃ) বলেন,

كُنْتُ أَبِيتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَتَيْتُهُ بِوَضُوئِهِ وَحَاجَتِهِ فَقَالَ لِى سَلْ. فَقُلْتُ أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِى الْجَنَّةِ. قَالَ أَوَغَيْرَ ذَلِكَ. قُلْتُ هُوَ ذَاكَ. قَالَ فَأَعِنِّى عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ

'আমি রাতের বেলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে সাথে থাকতাম এবং ওযুর পানিসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এগিয়ে দিতাম। একদিন তিনি আমাকে বললেন, (কল্যাণের কিছু) চেয়ে নাও। আমি নিবেদন করলাম, আমি জান্নাতে আপনার সাহচর্য চাই। তিনি বললেন, এছাড়া আর কিছু চাও? আমি বললাম, এটাই (আমি চাই)। তিনি বললেন, তুমি বেশী বেশী সিজদা করে (এ ব্যাপারে) আমাকে সাহায্য কর'।
(মুসলিম ৪৮৯, আবূ দাঊদ ১৩২০, নাসায়ী ১১৩৮।)

নফল সালাত জাহান্নাম থেকে বাঁচার উপায়

যারা ফরজ সালাতের সাথে সাথে নফল সালাত আদায় করেন আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি অত্যন্ত খুশি হন। ফলে তাদের জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম হয়ে যায়। উম্মু হাবীবা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি,

مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ،

'যে ব্যক্তি যোহরের ফরয ছালাতের পূর্বে চার রাক'আত এবং পরে চার রাক'আত ছালাত আদায় করে আল্লাহ তার জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম করে দেন'। (আবূদাঊদ:১২৬৯; তিরমিযী:৪২৮; মিশকাত:১১৬৭।)

অন্যত্র তিনি বলেন,

مَنْ صَلَّى أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعًا بَعْدَهَا لَمْ تَمَسَّهُ النَّار ،

'যে ব্যক্তি যোহরের ফরজ সালাতের পূর্বে চার রাক'আত এবং পরে চার রাক'আত ছালাত আদায় করবে তাকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না'। (সুনানে নাসাই:১৮১৭)

আল্লাহ তা'আলা বান্দার উপর যে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত ফরয করেছেন সেটা ছাড়াও কতিপয় নফল সালাত রয়েছে, যা অত্যন্ত ফযীলতপূর্ণ।

বিশেষ কিছু নফল সালাত

আল্লাহ আমাদের জন্যে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরজ করেছেন। এর বাইরে আরও অনেক নফল সালাত রয়েছে। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যে অনেকে বিভিন্ন নফল সালাত আদায় করে থাকেন। কোনো টা সময় অনুযায়ী কিংবা আবার বিভিন্ন সময়ে (নিষিদ্ধ সময় ব্যতীত) পড়া যায়। কিছু নফল সালাতের বিবরন, পড়া সময়, ফযিলত বির্ণনা করা হলো।

দৈনিক ১২ রাকাত নফল সালাত

পাঁচ ওয়াক্তের সালাতে আমরা সুন্নাত হিসেবে যে সালাত আদায় করি সেসব নফল সালাতের অন্তর্ভুক্ত। ফজরের ফরজ সালাতের পূর্বে দুই রাকাত, জোহরের ফরজ সালাতের পূর্বে চার রাকাত ও ফরজের পর দুই রাকাত, মাগরিবের ফরজের পর দুই রাকাত, ইশার ফরজের পর দুই রাকাত সালাত, এগুলো সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। এই সালাতসমূহ আদায়ে অসংখ্য সওয়াব রয়েছে। আবার ইচ্ছাকৃত নিয়মিত বর্জন করলে গুনাহগার হবে। এই বারো রাকাতের সালাতের অসংখ্য ফযিলত রয়েছে।

মুমিন বান্দা দিনে রাতে ১২ রাকাত সুন্নাতে মু‘য়াক্কাদাহ সালাত আদায় করলে জান্নাতে তার জন্য ঘর নির্মিত হয়।
উম্মু হাবীবা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি,

مَنْ صَلَّى فِىْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِى الْجَنَّةِ، أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الْفَجْرِ ،ِ

‘যে ব্যক্তি দিনে-রাতে ১২ রাকাত সালাত আদায় করে, তার জন্য জান্নাতে একটি গৃহ নির্মাণ করা হবে। যোহরের পূর্বে চার, পরে দুই, মাগরিবের পরে দুই, এশার পরে দুই ও ফজরের পূর্বে দুই’। (তিরমিযী:৪১৫; মিশকাত:১১৫৯।)

আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন,

رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا ،

‘ফজরের দু‘রাকাত সুন্নাত সালাত দুনিয়া ও দুনিয়ার সবকিছু হতে উত্তম’।

(মুসলিম: ৭২৫; মিশকাত: ১১৬৪।)

হাফসাহ (রাযি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন মুআযযিন সুবহে সাদিকের প্রতীক্ষায় থাকত (ও আযান দিত) এবং ভোর স্পষ্ট হত- জামা'আত দাঁড়ানোর পূর্বে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংক্ষেপে দু'রাক'আত সালাত আদায় করে নিতেন। (সহিহ বুখারি: ৬১৮)

মহানবী (ﷺ) আরো বলেন, "তোমরা স্বগৃহে নামায পড় এবং তাতে নফল পড়তে ছেড়ো না।" (সিলসিলাহ সহীহাহ, আলবানী ১৯১০, জামে ৩৭৮৬নং)

আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেন, "তোমাদের কেউ যখন মসজিদে (ফরয) নামায সম্পন্ন করে তখন তার উচিৎ, সে যেন তার নামাযের কিছু অংশ (সুন্নত নামায) নিজের বাড়ির জন্য রাখে। কারণ বাড়িতে পড়া ঐ কিছু নামাযের মধ্যে আল্লাহ কল্যাণ নিহিত রেখেছেন।" (মুসলিম, সহীহ ৭৭৮নং)

আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেন, "লোকচক্ষুর সম্মুখে (নফল) নামায পড়া অপেক্ষা মানুষের স্বগৃহে নামায পড়ার ফযীলত ঠিক সেইরূপ, যেরূপ নফল নামায অপেক্ষা ফরয নামাযের ফযীলত বহুগুণে অধিক।" (বায়হাকী, সহিহ তারগিব ৪৩৮নং)

ইবনে উমার (রাঃ) বলেন, 'আমি নবী (ﷺ)-এর নিকট থেকে ১০ রাকআত নামায স্মরণে রেখেছি; ২ রাকআত যোহরের পূর্বে, ২ রাকআত যোহরের পরে, ২ রাকআত মাগরেবের পরে নিজ ঘরে, ২ রাকআত এশার পরে নিজ ঘরে এবং ২ রাকআত ফজরের নামাযের পূর্বে।'
(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১১৬০নং)

আব্দুল্লাহ বিন শাকীক মা আয়েশা (রাঃ)কে আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর সুন্নত প্রসঙ্গে প্রশ্ন করলে উত্তরে তিনি বললেন, 'তিনি যোহরের আগে ৪ রাকআত এবং যোহরের পরে ২ রাকআত নামায পড়তেন।'
(আহমাদ, মুসনাদ, মুসলিম, আবূদাঊদ, সুনান, মিশকাত ১১৬২নং)

আব্দুল্লাহ বিন সায়েব বলেন, ‘আল্লাহর রসূল (ﷺ) সূর্য ঢলার পর যোহরের আগে ৪ রাকআত নামায পড়তেন এবং বলতেন, “এটা হল এমন সময়, যে সময়ে আসমানের দরজাসমূহ উন্মুক্ত করা হয়। আর আমি পছন্দ করি যে, এই সময়ে আমার নেক আমল উত্থিত হোক।”
(তিরমিযী, সুনান, মিশকাত ১১৬৯নং)

পাঁচ ওয়াক্তের ফরজ সালাতের পাশাপাশি এই ১২ রাকাত সুন্নাত বা নফল সালাত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে পড়েছেন এবং সাহাবীদেরও পড়ার তাগিদ দিয়েছেন। এমনকি জরুরি উজর ব্যতীত তিনি (সা) এই ১২ রাকাত সালাত ত্যাগ করতেন না।
আমাদের উচিত ফরজের পাশাপাশি নিয়মিত ১২ রাকাত নফল সালাত আদায় করা। আল্লাহ আমাদের তাওফিক দান করুক।

তাহিয়্যাতুল অজুর সালাত

ওযু করে কারো সাথে কথাবার্তা না বলে ,ওযুর অঙ্গগুলো শুকানোর পূর্বেই দুই রাকাত নামাজ আদায় করতে হয়। ইসলামী পরিভাষায় এই নামাজকে তাহিয়্যাতুল ওযুর নামাজ বলা হয়।

ওযু এবং গোসলের পর এ সালাত আদায় করতে হয়। অন্যান্য নফল সুন্নাতের মতোই এ দু'রাকআত সালাত যেকোনো সূরা-কিরাত দ্বারা ‘ তাহিয়্যাতুল অজু’ আদায় করা যায়। উভয় রাকাআতেই সূরা ফাতিহার পর অন্য সূরা মিলাতে হবে এবং আখেরী বৈঠক আত্তাহিয়্যাতু, দরুদ শরীফ ও দোয়ায়ে মাছূরা সব পড়ে সালাম ফিরাতে হবে।
যখনই ওযূ বা গোসল করবে ওযু-গোসল শেষে তখনই দু’রাকআত এ সালাত আদায় করা। আর এ সালাত দিনে ও রাতে যেকোন সময় আদায় করা যায়।

তাহিয়্যাতুল অজুর সালাতের ফযিলত

তাহিয়্যাতুল অজুর সালাতের অনেক ফযিলত রয়েছে। এই বিষয়ে বিভিন্ন হাদিস রয়েছে। যেমন-

عَنْ أَبيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لِبِلاَلٍ يَا بِلاَلُ! حَدِّثْنِي بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِي الإِسْلاَمِ فَإِنِّي سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الجَنَّةِ قَالَ : مَا عَمِلْتُ عَمَلاً أَرْجَى عَندي مِنْ أَنِّي لَمْ أَتَطَهَّرْ طُهُوراً فِي سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ إلاَّ صَلَّيْتُ بِذَلِكَ الطُّهُورِ مَا كُتِبَ لِي أَنْ أُصَلِّي متفقٌ عَلَيْهِ وهذا لفظ البخاري

আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিলাল (রাঃ)-কে উদ্দেশ্য করে বললেন, হে বিলাল! আমাকে সর্বাধিক আশাপ্রদ আমল বল, যা তুমি ইসলাম গ্রহণের পর বাস্তবায়িত করেছ। কেননা, আমি (মি'রাজের রাতে) জান্নাতের মধ্যে আমার সম্মুখে তোমার জুতার শব্দ শুনেছি। বিলাল (রাঃ) বললেন, আমার দৃষ্টিতে এর চাইতে বেশী আশাপ্রদ এমন কোন আমল করিনি যে, আমি যখনই রাত-দিনের মধ্যে যে কোন সময় পবিত্রতা অর্জন (ওযূ, গোসল বা তায়াম্মুম) করেছি, তখনই ততটুকু নামায পড়েছি, যতটুকু নামায পড়া আমার ভাগ্যে লিপিবদ্ধ ছিল।
(বুখারী ১১৪৯)

عَن عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قال قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُسْبِغُ الْوُضُوءَ ثُمَّ يَقُومُ فِي صَلَاتِهِ فَيَعْلَمُ مَا يَقُولُ إِلَّا انْفَتَلَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ مِنَ الْخَطَايَا لَيْسَ عَلَيْهِ ذَنْبٌ

উক্কবাহ বিন আমের (রাঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যখনই কোন মুসলিম পূর্ণরূপে ওযু করে নামায পড়তে দাঁড়ায় এবং যা বলছে তা বুঝে (অর্থাৎ অর্থ জেনে মনোযোগ-সহকারে তা পড়ে), তখনই সে প্রথম দিনের শিশুর মত (নিষ্পাপ) হয়ে নামায সম্পন্ন করে।
(হাকেম ৩৫০৮, ত্বাবারানী ১৪৩৭০)

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ مُقْبِلٌ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ إِلاَّ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ

অন্য বর্ণনায় আছে, যে কোন ব্যক্তি যখনই সুন্দরভাবে ওযু করে সবিনয়ে একাগ্রতার সাথে (কায়মনোবাক্যে) দুই রাকআত নামায পড়ে, তখণই তার জন্য জান্নাত অবধার্য হয়ে যায়।
(মুসলিম ৫৭৬, আবু দাঊদ ১৬৯ ৯০৬, ইবনে খুযাইমা ২২২)

عَن زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لاَ يَسْهُو فِيهِمَا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

যায়দ বিন খালেদ জুহানী (রাঃ) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি সুন্দরভাবে ওযু করে, কোন ভুল না করে (একাগ্রচিত্তে) দুই রাকআত নামায পড়ে, সেই ব্যক্তির পূর্বেকার সমূদয় গোনাহ মাফ হয়ে যায়।
(আহমাদ ১৭০৫৪, আবু দাঊদ, হাকেম ৪৫১, সহীহ তারগীব ২২৮, ৩৯৪)

তাহিয়্যাতুল মাসজিদ

মসজিদে ঢুকলে না বসে আগে দু'রাকআত সালাত আদায় করা আবশ্যক। এ সালাতকে বলা হয় তাহিয়্যাতুল মসজিদ’। এটাকে ‘দুখুলুল মসজিদও বলা হয়। অধিকাংশ ফকীহর মতে, এ সালাত হলো সুন্নাতে মুআক্কাদাহ। অন্যান্য সুন্নাত সালাত যেভাবে পড়া হয় এ সালাতও এভাবেই পড়তে হয়।

জামাত চলাকালীন সময় ছাড়া যখনই মসজিদে প্রবেশ করবে তখনই দু'রাকআত এ সালাত আগে আদায় করে পরে মসজিদে বসবে। কোন সালাত আদায় করা ছাড়া মসজিদে এমনিতেই বসে পড়া বৈধ নয়। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন,
“তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে সে যেন বসার পূর্বেই দু'রাকআত সালাত আদায় করে।” (বুখারী: ৪৪, ইফা: ৪৩১, আধুনিক: ৪২৫)।

সালাতুল ইশরাক

ইশরাক আরবি শব্দ। এর অর্থ হলো আলোকিত হওয়া। সূর্য উঠার পর পৃথিবী আলোকিত হয়, তাই এই সময় হাদিসে যে নামাজের ইঙ্গিত পাওয়া যায় তাকে সালাতুল ইশরাক বলেছেন

মুহাদ্দিসিনে কেরাম। এই নামাজ পড়তে হয় ফজরের নামাজের পর সূর্য উদিত হওয়ার কিছুক্ষণ পর।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রায় নিয়মিত ফজরের নামাজের পর থেকে সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত মসজিদে অবস্থান করতেন। তাসবিহ-তাহলিল আদায় করতেন এবং সাহাবাদের নিয়ে দ্বীনি আলোচনা করতেন। সূর্য উদিত হওয়ার পর তিনি দু'রাকাত নামাজ পড়তেন।

সূর্য উদিত হয়ে এক বর্শা বা আনুমানিক এক মিটার পর্যন্ত উপড়ে যখন উঠে তখনই এ সালাতের সময় শুরু হয়। অর্থাৎ, সূর্যোদয়ের মুহূর্ত থেকে পনেরো মিনিট পরেই এ সালাতের সময় শুরু হয় এবং সূর্য ঠিক মাথার উপরে আসার পূর্ব পর্যন্ত এ সালাতের সময় থাকে।

ইশরাকের সালাতের ফজিলত

ইশরাকের সালাত আদায়ের ফলে এক হজ্জ ও উমরাহ এর সওয়াব পাওয়া যায়। হাদিসে বর্ণিত আছে,

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو ظِلاَلٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ " . قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ " . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ . قَالَ وَسَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي ظِلاَلٍ فَقَالَ هُوَ مُقَارِبُ الْحَدِيثِ . قَالَ مُحَمَّدٌ وَاسْمُهُ هِلاَلٌ

আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি ফজরের নামায জামাআতে আদায় করে, তারপর সূর্য উঠা পর্যন্ত বসে বসে আল্লাহ তা'আলার যিকর করে, তারপর দুই রাকাআত নামায আদায় করে- তার জন্য একটি হাজ্জ ও একটি উমরার সাওয়াব রয়েছে। আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ পূর্ণ, পূর্ণ, পূর্ণ (হাজ্জ ও উমরার সাওয়াব)।
(হাসান। তা'লীকুর রাগীব- (১/১৬৪, ১৬৫), মিশকাত:৯৭১, তিরমিজি: ৫৮৫)

দুহা বা চাশতের সালাত

চাশতের নামাজ বা দোহার সালাত বা সালাতুদ দোহা (আরবি: صلاة الضحى) হল ফজর ও যোহরের নামাজের মধ্যবর্তী সময়ে পড়ার জন্য নফল/ঐচ্ছিক নামাজ।

বিশেষজ্ঞদের মতে, যখন দিনের এক চতুর্থাংশ অর্থাৎ, দিনের চার ভাগের একভাগ পার হয় তখন এই নামাজ আদায় করা উত্তম। কাজেই, চাশতের নামাজ বা সালাতুদ্ দুহা আদায় আকরার উত্তম সময়টি হচ্ছে সূর্যোদয় এবং যোহর নামাযের মধ্যবর্তী সময়টা।

আল্লাহ তা'আলা দাঊদ (আঃ)-এর পক্ষ থেকে সে সম্পর্কে বলেন,

إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ

''আমি পর্বতসমূহকে নির্দেশ দিয়েছি তার সাথে তারাও যেন সকাল-সন্ধ্যা তাসবীহ পাঠ করে।''

(সুরাহ আস্ সোয়াদ ৩৮: ১৮)

ইবনু 'আব্বাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হলো সালাতুয্ যুহা সম্পর্কে; তিনি বললেনঃ নিশ্চয় তা আল্লাহ তা'আলার কিতাবে রয়েছে..... অতঃপর তিনি তিলাওয়াত করলেন,

فِي بُيُوْتٍ أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيْهَا بِالْغُدُوِّ وَالْاصَالِ

অর্থাৎ ঘরসমূহের (মসজিদের) মর্যাদা সমুন্নত এবং তাতে যিকর করতে আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন, তার সম্মানার্থে সেখানে সকাল-সন্ধ্যায় লোকজন তাসবীহ পাঠ করেন। (সুরাহ আন নূর- ২৪ : ৩৬)

চাশতের সালাতের রাকাত সংখ্যা নিয়ে বিভিন্ন মত পার্থক্য রয়েছে। সালাতুদ দুহা ২ রাকাত বা ৪ রাকাত বা ৮ রাকাত পড়া যায়।

وَعَن معَاذَة قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ: كَمْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي صَلَاةَ الضُّحَى؟ قَالَتْ: أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اللَّهُ. رَوَاهُ مُسلم

মু’আযাহ্ (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উম্মুল মু’মিনীন ’আয়িশাহ্ (রাঃ)-কে প্রশ্ন করলাম, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুহার সালাত কত রাকাত করে আদায় করতেন? তিনি উত্তর দিলেন, তিনি চার রাকাত আদায় করতেন। আল্লাহর ইচ্ছায় কখনো এর চেয়ে বেশীও আদায় করতেন।
(মুসলিম ৭১৯, আহমাদ ২৫৩৪৮)

عَن أم هَانِئ قَالَتْ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ بَيْتَهَا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَاغْتَسَلَ وَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ فَلَمْ أَرَ صَلَاةً قَطُّ أَخَفَّ مِنْهَا غَيْرَ أَنَّهُ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ. وَقَالَتْ فِي رِوَايَة أُخْرَى: وَذَلِكَ ضحى

(’আলী (রাঃ) এর বোন) উম্মু হানী (রাঃ)থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন যখন আমার ঘরে আসলেন, প্রথমে তিনি গোসল করলেন। এরপর তিনি আট রাক্’আত সালাত আদায় করলেন। এর আগে আমি কোন দিন তাঁকে এত সংক্ষেপে সালাত আদায় করতে দেখিনি। কিন্তু তিনি রুকু সিজদা ঠিক মতো করেছেন। অন্য এক বর্ণনায় আছে, তিনি বলেছেন, এটা ছিল চাশতের সালাত।
(সহীহ : বুখারী ১১৭৬, মুসলিম, আত্ তিরমিযী ৪৭৪, আহমাদ ২৬৯০০)

চাশতের সালাতের ফযিলত

হাদিসে চাশতের সালাতের বিভিন্ন ফযিলত বর্ণিত হয়েছে। যেমন-

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ، حَدَّثَنِي أَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ أَوْصَانِي خَلِيلِي صلى الله عليه وسلم بِثَلاَثٍ بِصِيَامِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَكْعَتَىِ الضُّحَى وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَرْقُدَ.

শায়বান ইবনু ফাররূখ (রহঃ) ..... আবূ হুরায়রাহ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার বন্ধু (অর্থাৎ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে তিনটি কাজ করতে উপদেশ দিয়েছেন। সেগুলো হ’ল- প্রতি মাসে তিনটি করে সওম (রোযা) পালন করতে, "যুহা" বা চাশতের দু’ রাকাআত সালাত আদায় করতে এবং ঘুমানোর পূর্বে বিতর সালাত আদায় করতে।
(মুসলিম:৭২১)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضُّبَعِيُّ، حَدَّثَنَا مَهْدِيٌّ، - وَهُوَ ابْنُ مَيْمُونٍ - حَدَّثَنَا وَاصِلٌ، مَوْلَى أَبِي عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُقَيْلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ الدُّؤَلِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ " يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلاَمَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْىٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى"

আবদুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আসম আয যুবাঈ (রহঃ) ..... আবূ যার (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ প্রতিটি দিন শুরু হওয়ার সাথে সাথে তোমাদের প্রত্যেকের প্রতিটি অস্থি-বন্ধনী ও গিটের উপর সাদাকা ওয়াজিব হয়। সুতরাং প্রতিটি তাসবীহ অর্থাৎ সুবহানাল্ল-হ' বলা সাদাকা হিসেবে গণ্য হয়। প্রতিটি তাহমীদ অর্থাৎ আলহমদুলিল্লা-হ' বলা তার জন্য সাদাকা হিসেবে গণ্য হয়। প্রতিটি 'আল্ল-হু আকবার' তার জন্য এবং নাহী আলিন মুনকার অর্থাৎ খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখার প্রতিটি প্রয়াসও তার জন্য অনুরূপ সাদাকা বলে গণ্য হয়। তবে 'যুহা' বা চাশ্তের মাত্র দু' রাকাআত সালাত যদি সে আদায় করে তাহলে তা এ সবগুলো সমকক্ষ হতে পারে।
(মুসলিম:৭২০)

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي بُرَيْدَةَ، يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: فِي الْإِنْسَانِ ثَلَاثُ مِائَةٍ وَسِتُّونَ، مَفْصِلًا فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْ كُلِّ مَفْصِلٍ مِنْهُ بِصَدَقَةٍ قَالُوا: وَمَنْ يُطِيقُ ذَلِكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ؟ قَالَ: النُّخَاعَةُ فِي الْمَسْجِدِ تَدْفِنُهَا، وَالشَّيْءُ تُنَحِّيهِ عَنِ الطَّرِيقِ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَرَكْعَتَا الضُّحَى تُجْزِئُكَ

বুরাইদাহ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছিঃ মানুষের শরীরে তিনশো ষাটটি গ্রন্থি রয়েছে। তার প্রতিটি জোড়ার জন্য সাদাকাহ করা উচিত। লোকজন বললো, কেউ কি এতো সাদাকাহ করতে সক্ষম, হে আল্লাহর নবী! তিনি বললেনঃ তুমি মসজিদের শ্লেষ্মা পুতে দিবে এবং রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস সরিয়ে ফেলবে। তুমি যদি তাও না পারো তাহলে চাশতের সময় দু' রাক'আত সালাত আদায় করবে, এতেই তোমার জন্য যথেষ্ট হবে।
(আবু দাউদ ৫২৪২)

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، وَأَبِي، ذَرٍّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " عَنِ اللَّهِ، عَزَّ وَجَلَّ أَنَّهُ قَالَ ابْنَ آدَمَ ارْكَعْ لِي مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ أَكْفِكَ آخِرَهُ " . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ

আবু দারদা ও আবু যার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ’আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ তা’আলা বলেনঃ হে আদম সন্তান! দিনের প্রথম ভাগে আমার জন্য চার রাক’আত নামায আদায় কর, আমি তোমার দিনের শেষ পর্যন্ত প্রয়োজন পূরণ করে দিব। (তিরমিজি ৪৭৫)

সালাতুল কুসুফ ও খুসুফ

কুসুফ (সূর্যগ্রহন)

কুসুফ হলো সূর্যের আলো সম্পূর্ণরূপে অথবা আংশিকভাবে বাধাপ্রাপ্ত হওয়া।

খুসুফ (চন্দ্রগ্রহন)

খুসুফ চাঁদের আলো সম্পূর্ণরূপে অথবা আংশিকভাবে বাধাপ্রাপ্ত হওয়া।

এটা মহান আল্লাহ তা‘আলার একটি মহা নিদর্শন। এ সালাত মানুষকে এ জীবনের পরিবর্তনের তথা কিয়ামতের ভয়াবহ দিবসের জন্য প্রস্তুতি, আল্লাহর কাছে বিনীত হওয়া ও মহাবিশ্বের মহাপরিচালনা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে আহ্বান করে। মহান আল্লাহই যে একমাত্র ইবাদতের হকদার এ সালাত তাঁরই অন্যতম আহ্বান। সূর্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণ হলে জামা‘আতের সাথে এ সালাত পড়া সুন্নাত। আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

وَمِنۡ ءَايَٰتِهِ ٱلَّيۡلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمۡسُ وَٱلۡقَمَرُۚ لَا تَسۡجُدُواْ لِلشَّمۡسِ وَلَا لِلۡقَمَرِ وَٱسۡجُدُواْۤ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمۡ إِيَّاهُ تَعۡبُدُونَ٣٧

“আর তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে রয়েছে রাত ও দিন, সূর্য ও চাঁদ। তোমরা না সূর্যকে সাজদাহ করবে, না চাঁদকে। আর তোমরা আল্লাহকে সাজদাহ কর যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা কেবল তাঁরই ইবাদাত কর”।
(সূরা ফুসসিলাত, আয়াত: ৩৭)

সূর্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণের শুরু থেকে শেষ হওয়া পর্যন্ত এর সময় অবশিষ্ট থাকে। সূর্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণ শেষ হয়ে গেলে এ সালাতের কাযা নেই এবং আলোকিত হয়ে গেলেও এ সালাত পড়ার নির্দেশ নেই, কেননা তখন এ সালাতের ওয়াক্ত চলে যায়।

দু'রাকাত সালাত পড়তে হয়। প্রথম রাকাতে উচ্চস্বরে সূরা আল-ফাতিহা ও দীর্ঘ সূরা পড়তে হয়, অতঃপর দীর্ঘ রুকু করে মাথা উঠিয়ে সামি'আল্লাহু লিমান হামিদা ও রাব্বানা লাকাল হামদ পড়বে। অতঃপর সূরা ফাতিহা পড়ে দীর্ঘ সূরা পড়বে। অতঃপর রুকু করবে, অতঃপর রুকু থেকে মাথা উঠাবে। অতঃপর দু'টি দীর্ঘ সাজদাহ দিবে। অতঃপর প্রথম রাকাতের মতো দ্বিতীয় রাকাত পড়বে, তবে কিরাত, রুকু, সাজদাহ ইত্যাদি প্রথম রাকাতের চেয়ে তুলনামূলক কম দীর্ঘ করবে। এ সালাতের অন্য পদ্ধতিও আছে। তবে এটি সর্বাধিক বিশুদ্ধ ও পরিপূর্ণ পদ্ধতি। যদি তিন বা চার বা পাঁচ বার রুকু করা হয় তবে প্রয়োজন হলে তাতে কোনো অসুবিধে নেই।

ইস্তিখারার সালাত

ইস্তিখারার অর্থ কারো কাছে সঠিক বিষয় বেছে দেওয়ার প্রার্থনা করা।

যে ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা একাধিক বিষয়ের মধ্য থেকে একটি বেছে নেওয়ার অবকাশ আছে সেখানে আল্লাহর সাথে পরামর্শ না করে কোনো কিছু বেছে নেওয়া বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা মুমিনের উচিত নয়। ছোট, বড়, গুরুত্বপূর্ণ বা গুরুত্বহীন সকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে আল্লাহর সাথে পরামর্শ করা, অর্থাৎ তাঁর মহান দরবারে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের তাওফীক চাওয়া মুমিনের অন্যতম দায়িত্ব।

জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাদেরকে সকল বিষয়ে 'ইস্তিখারা' করতে শিক্ষা দিতেন, যেমন গুরুত্বের সাথে তিনি আমাদেরকে কুরআন কারীমের সূরা শিক্ষা দিতেন। তিনি বলতেন, যখন তোমাদের কেউ কোনো কাজের ব্যাপারে মনের মধ্যে চিন্তা করবে তখন (সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে) ফরয নয় এরূপ, অর্থাৎ নফল দুই রাক'আত সালাত আদায় করবে অতঃপর বলবেঃ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ (يسمي حاجته) خَيْرٌ

لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي (أَوْ قَالَ عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ) فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ اللَّهُمَّ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي (أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ) فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ ِأَرْضِنِي به

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা, ইন্নী আসতাখীরুকা বি'ইলমিকা, ওয়া আসতাক্বদিরুকা বিক্বুদরাতিকা, ওয়া আসআলুকা মিন ফাদ্বলিকাল 'আযীম। ফাইন্নাকা তাক্বদিরু, ওয়ালা- আক্বদিরু, ওয়া তা'অ্লামু ওয়ালা- আ'অ্লামু, ওয়া আনতা 'আল্লা-মুল গুইঊব। আল্লা-হুম্মা, ইন কুনতা তা'অ্লামু আন্না হা-যাল আমরা (উদ্দিষ্ট বিষয়ের নাম বলবে) খাইরুল লী ফী দীনী ওয়ামা'আ-শী ওয়া 'আ-ক্বিবাতি আমরী ফাক্বদুরহু লী, ওয়া ইয়াসসিরহু লী, সুম্মা বা-রিক লী ফীহি। আল্লা-হুম্মা, ওয়া ইন কুনতা তা'অ্লামু আন্না হা-যাল আমরা শাররুল লী ফী দীনী ওয়ামা'আ-শী ওয়া 'আ-কিবাতি আমরী ফাস্বরিফহূ 'আন্নী, ওয়াস্বরিফনী 'আনহু ওয়াক্ব দুর লিয়াল খাইরা হাইসু কা-না, সুম্মা আরদ্বিনী বিহী।

অর্থঃ "হে আল্লাহ, আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করি যে, আপনি আপনার জ্ঞান থেকে আমার জন্য সঠিক বিষয় নির্বাচন করবেন, আমি আপনার নিকট ক্ষমতা চাই আপনার ক্ষমতা থেকে এবং আমি আপনার নিকট চাই আপনার মহান করুণা ও বরকত থেকে। কারণ আপনি ক্ষমতাবান আর আমি অক্ষম, আপনি জানেন আর আমি জানি না, আর আপনি সকল গাইবের মহাজ্ঞানী। হে আল্লাহ, যদি আপনি জানেন যে, এই বিষয়টি (নির্দিষ্ট বিষয়টির উল্লেখ করবে) কল্যাণ ও মঙ্গলময় আমার জন্য, আমার ধর্ম, আমার পার্থিব জীবন এবং আমার পরিণতির জন্য (অথবা বলেন : আমার নিকটবর্তী ও দূবরর্তী পরিণতির জন্য), তাহলে আপনি একে আমার জন্য নির্ধারণ করে দিন, সহজ করে দিন এবং আমার জন্য এতে বরকত প্রদান করুন। হে আল্লাহ, আর আপনি যদি জানেন যে, এই কর্মটি অমঙ্গলকর বা অকল্যাণকর আমার জন্য, আমার ধর্ম, জাগতিক জীবন ও আমার ভবিষ্যৎ পরিণতির জন্য (অথবা তিনি বলেন : আমার নিকটবর্তী ও দূরবর্তী পরিণতির জন্য) তাহলে একে আমার নিকট থেকে সরিয়ে নিন এবং আমাকে এর নিকট থেকে সরিয়ে নিন। আর যেখানেই কল্যাণ ও মঙ্গল থাকুক তাকে আমার জন্য নির্ধারণ করে দিন এবং আমাকে তার প্রতি সন্তুষ্ট করে দিন।"
(সহীহ বুখারী ১/৩৯১, ৫/২৩৪৫, ৬/২৬৯০, নং ১১০৯, ৬০১৯, ৬৯৫৫, ফাতহুল বারী ১১/১৮৩-১৮৭।)

সালাতুল হাজত

ইসলামের স্বীকৃত আকীদা হল, দুনিয়াতে যা কিছু ঘটে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের হুকুমেই ঘটে। অতীতে, বর্তমানে, ভবিষ্যতে, সর্বত্র, সর্বক্ষণ—একমাত্র আল্লাহ তাআলার হুকুমই কার্যকর। তাঁর হুকুমের বাইরে এবং তাঁর অগোচরে আসমান ও যমীনের কোথাও কিছু ঘটা সম্ভব নয়। এই আকীদা মুমিনমাত্রই ধারণ করে এবং মনেপ্রাণে লালন করে।

সেজন্যই মুমিন সকল বিষয়ে প্রথমে আল্লাহমুখী হয়। আল্লাহ তাআলার কাছেই নিজের ইচ্ছা ও আগ্রহের কথা জানায়। যাবতীয় চাহিদা ও আকাঙ্ক্ষার কথা ব্যক্ত করে। এরপর কায়মনোবাক্যে দুআ করে। পাশাপাশি আল্লাহ তাআলার স্বতন্ত্র বিধান—উপায় ও উপকরণ অবলম্বনের প্রতি মনোযোগী হয়।

ছোট বড় যে কোনো প্রয়োজনে মুমিন উপকরণ অবলম্বন করে ঠিকই, তবে কাঙ্ক্ষিত বিষয় অর্জনের ক্ষেত্রে ভরসা রাখে একমাত্র আল্লাহ তাআলার ওপর। বিশ্বাস করে—আল্লাহ তাআলার হুকুম হলেই আমি তা লাভ করব, অন্যথায় নয়। তবে আল্লাহ তাআলাই যেহেতু উপকরণ অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছেন, তাই গুরুত্বের সাথে এবং যথাযথভাবে তা অবলম্বন করব।

প্রয়োজন দুই ধরনের

বাহ্যিক দৃষ্টিতে মানুষের প্রয়োজন প্রথমত দুই ধরনের।

এক. সরাসরি আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে পাওয়ার মতো বিষয়, যাতে মানুষের কোনো হাত নেই। যেমন সন্তান লাভ করা, রোগমুক্তি লাভ করা, হায়াতে বরকত হওয়া, রিযিকে বরকত হওয়া ইত্যাদি।

দুই. কোনো মাখলুকের মধ্যস্থতায় পাওয়ার মতো বিষয়। যা প্রকৃত অর্থে আল্লাহ তাআলার কাছ থেকেই পাওয়া, তবে ওসিলা হিসেবে সেখানে কোনো মাখলুক থাকে। যেমন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হওয়া, ব্যবসা-বাণিজ্যে সুযোগ সুবিধা লাভ করা, শিক্ষাদীক্ষায় অগ্রসর হওয়া ইত্যাদি।

জীবন যাপন করতে গিয়ে মানুষ উভয় প্রকারের হাজারো প্রয়োজনের মুখোমুখি হয়। ফলে নিত্যদিন এসব প্রয়োজন পূরণের ক্লান্তিহীন চেষ্টায় ব্যস্ত থাকতে হয় তাকে।

প্রথম প্রকারের প্রয়োজনগুলোর ক্ষেত্রে মানুষ গভীর ধ্যান ও মনোযোগের সাথে আল্লাহ-অভিমুখী হয় ঠিক, তবে দ্বিতীয় প্রকারের প্রয়োজনগুলোর ক্ষেত্রে উপায়-উপকরণের দিকেই বিশেষভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে। কেউ কেউ তো উপায়-উপকরণের প্রতিই পূর্ণ মনোযোগী হয় এবং এসবের প্রতিই ঝুঁকে থাকে। কিন্তু মুমিন স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় সবকিছু করার পাশাপাশি পূর্ণ আস্থা ও ভরসা রাখে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের প্রতি। তাঁর কাছেই দুআ করে। তাঁর কাছেই সাহায্য চায়।

মুমিন তার যাবতীয় প্রয়োজনের ক্ষেত্রে কীভাবে আল্লাহ তাআলার কাছে সাহায্য চাইবে—সে বিষয়ে কুরআন ও হাদীসে বিস্তারিত দিকনির্দেশনা রয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি প্রসঙ্গ এসেছে নিম্নোক্ত আয়াতে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلٰوةِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ.

হে মুমিনগণ! তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য চাও। নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন। —সূরা বাকারা (২) : ১৫৩

এখানে মুমিনদেরকে ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য চাইতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দ্বীনী ও দুনিয়াবী এবং ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়—যে কোনো ধরনের, যেকোনো প্রয়োজনে মুমিন ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য চাইবে। এই ব্যাপকতা আয়াতটির মর্মে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
(তাফসীরে ইবনে কাসীর ১/২৫১)

এখানে সাহায্য চাওয়ার মাধ্যম হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে দুটি বিষয়। সবর ও সালাত।

সবরের শাব্দিক অর্থ, ধৈর্য। দ্বীন ও শরীয়তে সবরের তিনটি ক্ষেত্রকে মৌলিকভাবে উদ্দেশ্য করা হয়ে থাকে।

এক. যাবতীয় গোনাহ ও পাপাচার থেকে ধৈর্যের মাধ্যমে নিজেকে বিরত রাখা।

দুই. আল্লাহ তাআলার ইবাদত ও আনুগত্যের ক্ষেত্রে ধৈর্যের মাধ্যমে নিজেকে অবিচল রাখা।

তিন. বিপদাপদ ও বালা-মসিবতের ক্ষেত্রে সংযম অবলম্বন করা। অর্থাৎ যাবতীয় বিপদ ও মসিবত আল্লাহ তাআলার হুকুমেই এসে থাকে—এই বিশ্বাস জাগ্রত রাখা এবং এসবের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ, ক্ষমা ও প্রতিদান আশা করা।
(আররিসালাতুল কুশাইরিয়্যাহ, পৃষ্ঠা ১৮৩; তাফসীরে ইবনে কাসীর ১/২৫১-৫২)

আল্লাহ তাআলার কাছে সাহায্য চাওয়ার দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হল, সালাত বা নামায।

উপরে সবর বা ধৈর্যের যে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে তা থেকে বুঝে আসে যে, নামায এবং যাবতীয় ইবাদত মূলত সবরেরই একটি প্রকাশক্ষেত্র। তদুপরি এখানে নামাযকে আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়েছে; যা থেকে নামাযের মাধ্যমে সাহায্য চাওয়ার বিষয়টি আরো জোরালোভাবে সাব্যস্ত হয়। উপরন্তু নামায অবস্থায় বান্দা ইবাদতে মশগুল থাকার পাশাপাশি সকল গোনাহ ও পাপাচার থেকে এবং বিভিন্ন বৈধ কাজকর্ম থেকেও বিরত থাকে, যা সবরের অর্থকে আরো মজবুত করে।

মোটকথা, সবরের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার আনুগত্য পূর্ণাঙ্গতা লাভ করে। তাঁর যাবতীয় হুকুম-আহকাম মেনে চলা সহজ হয়, যা তাঁর নৈকট্য ও মহব্বত এবং রহমত ও নুসরত লাভের ওসিলা হয়। এমনিভাবে বিপদ মসিবতে আল্লাহর প্রতি সর্বাত্মক সমর্পণ আল্লাহর রহমত ও দয়াকে আবশ্যক করে।

আর সালাত মুমিনের সর্বপ্রধান ও সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। এর মাধ্যমে যেমন ইবাদত আদায় করা হয়, তেমনি তার প্রভাবে গোনাহ থেকে বেঁচে থাকাও সহজ হয়; যেমনটি সূরা আনকাবূতের ৪৫ নং আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে।

তাছাড়া নামাযের মধ্যেও বিভিন্নভাবে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া হয়। যেমন সূরা ফাতেহায় তিলাওয়াত করা হয়—

اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِیَّاكَ نَسْتَعِیْن.ُ

(আমরা কেবল আপনারই ইবাদত করি এবং আপনার কাছেই সাহায্য চাই।)

এখানে ব্যাপকভাবে মানুষের দ্বীন ও দুনিয়ার সকল প্রয়োজন পূরণের প্রার্থনা রয়েছে।

এমনিভাবে নামাযের বিভিন্ন দুআ-তাসবীহতেও রয়েছে বান্দার দুনিয়া ও আখেরাতের নানা প্রয়োজন পূরণের প্রার্থনা।

হাদীস শরীফে এসেছে, বান্দা সিজদারত অবস্থায় আল্লাহ তাআলার সবচে বেশি নিকটে থাকে। তাই সেই অবস্থায় বেশি বেশি দুআ করতে উৎসাহিত করা হয়েছে। জানানো হয়েছে, সে সময়ের দুআ অবশ্যই কবুল হয়। এমনকি এ সময়ে কৃত নবীজীর একটি দুআও বর্ণিত হয়েছে—

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ، دِقَّهُ وَجِلَّهُ، وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ، وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرَّه.ً

হে আল্লাহ! আপনি আমার ছোট-বড়, প্রথম-শেষ, প্রকাশ-অপ্রকাশ্য সকল গোনাহ ক্ষমা করে দিন। (সহীহ মুসলিম, হাদীস ৪৮২, ৪৮৩; সুনানে নাসায়ী, হাদীস ১১২০)

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে অনুমিত হয় যে, আল্লাহ তাআলার কাছে ছোট বড় কোনো প্রয়োজন প্রার্থনা করা, বিশেষ কোনো কিছু চাওয়া কিংবা বিপদ মসিবত ও দুঃখ পেরেশানী থেকে মুক্তি পাওয়ার উদ্দেশ্যে দু-চার রাকাত নামায পড়ে দুআ করা—একটি গুরুত্বপূর্ণ আমল। এ আমলের ব্যাপারে কুরআন মাজীদের বিভিন্ন আয়াত থেকে যেমন ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তেমনি হাদীস শরীফেও পাওয়া যায় বেশ কিছু বর্ণনা। ফিকহের পরিভাষায় এই নামাযকে বলে 'সালাতুল হাজত'।

বিখ্যাত সাহাবী হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান রা. বলেন—

كَانَ النَّبِيّ صَلّى الله عَلَيهِ وسَلَّم إِذَا حَزَبَه أَمْرٌ صَلَّى.

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোনো সমস্যা বা পেরেশানীর সম্মুখীন হতেন, নামাযে মগ্ন হতেন।
(সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ১৩১৯)

হযরত আলী রা. বলেন—

لَقَدْ رَأَيْتُنَا لَيْلَةَ بَدْرٍ، وَمَا مِنَّا إِنْسَانٌ إِلا نَائِمٌ، إِلا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَإِنَّه كَانَ يُصَلِّي إِلَى شَجَرَةٍ، وَيَدْعُو حَتَّى أَصْبَحَ.

আমি বদরযুদ্ধের রাতে দেখেছি, আমরা সকলে ঘুমিয়ে আছি কেবল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত। তিনি একটি গাছের কাছে দাঁড়িয়ে ভোর হওয়া পর্যন্ত নামায পড়ছিলেন এবং দুআ করছিলেন।
(মুসনাদে আহমাদ, হাদীস **১১৬১**; মুসনাদে আবু দাউদ তায়ালিসী, হাদীস **১১৮**; সুনানে কুবরা, নাসায়ী, হাদীস ৮২৫)

কুরআন মাজীদে আল্লাহ তাআলা হযরত মূসা আ. ও ঈসা আ.-কে বিপদ ও মসিবতের কঠিন পরিস্থিতিতে নামাযের নির্দেশ দিয়েছেন। ইরশাদ করেছেন—

وَ اَوْحَيْنَاۤ اِلٰي مُوْسٰي وَ اَخِيْهِ اَنْ تَبَوَّاٰ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوْتًا وَّ اجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ قِبْلَةً وَّ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ.

আমি মূসা ও তার ভাইয়ের প্রতি আদেশ পাঠালাম যে, তোমরা তোমাদের সম্প্রদায়ের জন্য মিশরে ঘর-বাড়ি স্থাপন কর এবং তোমাদের ঘরগুলোকে নামাযের স্থান বানাও এবং যথাযথভাবে নামায আদায় কর। আর ঈমান আনয়নকারীদেরকে সুসংবাদ প্রদান কর।
(সূরা ইউনুস ১০: ৮৭)

সালাতুল হাজতের নিয়ম

সালাতুল হাজতের নামায কমপক্ষে দুই রাকাত। তবে একই প্রয়োজনে বারবার দুই রাকাত করে অনেক রাকাত পড়তেও সমস্যা নেই।

এই নামায যেকোনো সাধারণ নফল নামাযের মতোই। সূরা কেরাত ও বিভিন্ন তাসবীহ একই। নিয়তের সময় শুধু খেয়াল থাকবে যে, আমি আমার নির্দিষ্ট প্রয়োজন/সকল প্রয়োজন/উম্মতের সকল প্রয়োজন পুরা হওয়ার জন্য দুই রাকাত নামায আদায় করছি।

নামাযের আগে অন্য নামাযের মতোই প্রথমে উত্তমভাবে ওযু করে নেবে। আগে থেকে ওযু অবস্থায় থাকলে তো ঠিক আছে। তার পরও নতুন ওযু করে নিলে ভালো।

উত্তমভাবে ওযু করার অর্থ হল, সুন্দরভাবে, ওযুর সব ফরয সুন্নত ও মুস্তাহাবের প্রতি পূর্ণ যত্নবান হয়ে, গুরুত্বের সাথে ওযু করা। দায়সারাভাবে কিংবা কোনো রকম শুধু অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো ধোওয়া নয়।

সুযোগ থাকলে একথাও স্মরণ করা যে, ওযু হল পবিত্রতা অর্জনের একটি শরয়ী মাধ্যম। এটি মহিমান্বিত অনেক ইবাদতের পূর্ব প্রস্তুতি এবং এটি একটি স্বতন্ত্র ইবাদত। ওযুর মাধ্যমে পবিত্রতা হাসিল হয় এবং বান্দার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দ্বারা কৃত বিভিন্ন গোনাহ ধুয়ে যায়।

ওযুর শুরুতে বিসমিল্লাহ বলতে হয়। শেষে পড়তে হয়—

أَشْهَدُ أَنْ لا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَه لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُه وَرَسُولُه، اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ، وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِين.َ

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ তাআলা ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। তিনি এক। তাঁর কোনো শরীক বা অংশীদার নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলার বান্দা ও রাসূল।

হে আল্লাহ! আপনি আমাকে তওবাকারী ও পবিত্রতা অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন। (জামে তিরমিযী, হাদীস ৫৫)

এভাবে যত্নের সাথে ওযু করার পর পূর্ণ ধ্যান ও মনোযোগ এবং পূর্ণ খুশু ও খুযূর সাথে দুই রাকাত নামায পড়বে।

নামাযের পর আল্লাহ তাআলার হামদ ও প্রশংসা করবে এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরূদ ও সালাম পেশ করবে। এটা সকল দুআর ক্ষেত্রেই কাম্য।

আল্লাহ তাআলার হামদ ও প্রশংসার মাধ্যমে মূলত তাঁর শোকর আদায় করা হয়। বান্দার প্রতি তাঁর সার্বক্ষণিক ও সীমাহীন নিআমতের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়। যা আল্লাহ তাআলার খুব পছন্দ।

দরূদ ও সালামের মাধ্যমে নবীজীর প্রতি যেমন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পায়, তেমনি প্রভূত কল্যাণ ও রহমত লাভ করা যায়। এছাড়াও দরূদ-সালামের অনেক ফায়েদা ও ফযীলত রয়েছে।

হাজত পূরণের দুআ

হাদীস ভাণ্ডারে বান্দার হাজত ও প্রয়োজন পূরণের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন দুআ বর্ণিত হয়েছে। জামে তিরমিযী ও ইবনে মাজাহসহ হাদীসের বিভিন্ন কিতাবে একটি দুআর কথা এসেছে, সেটি খুব প্রসিদ্ধ। অত্যন্ত মর্মসমৃদ্ধ সেই দুআটি এখানে তুলে দিচ্ছি—

لَا إِلَهَ إِلّا اللهُ الحَلِيمُ الكَرِيمُ، سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ العَرْشِ العَظِيمِ، الحَمْدُ لِلهِ رَبِّ العَالَمِينَ، أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ، وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ، وَالغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ، وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ، لَا تَدَعْ لِي ذَنْبًا إِلّا غَفَرْتَهُ، وَلَا هَمًّا إِلّا فَرَّجْتَهُ، وَلَا حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًا إِلّا قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

দুআটির অর্থ :

আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। যিনি অত্যন্ত সহনশীল ও পরম মমতাময়। আল্লাহ পবিত্র, যিনি আরশে আযীমের মালিক। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি জগতসমূহের রব।

হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে ঐসব জিনিস প্রার্থনা করি, যেগুলো আপনার রহমতকে অবধারিত করে এবং ঐসব জিনিস প্রার্থনা করি, যেগুলো আপনার ক্ষমাকে অনিবার্য করে। (প্রার্থনা করি) সকল নেককাজের তাওফীক এবং সকল গোনাহ থেকে নিরাপত্তা। আপনি আমার কোনো গোনাহ ক্ষমা না করে ছাড়বেন না এবং কোনো পেরেশানী দূর করা থেকে বাদ রাখবেন না। আর আমার কোনো প্রয়োজন—যাতে আপনার সন্তুষ্টি রয়েছে- তা অপূরণ অবস্থায় রেখে দিবেন না; হে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দয়ালু!
(জামে তিরমিযী, হাদীস ৪৭৯; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ১৩৮৪)

ইসমে আযমের মাধ্যমে দুআ করা

যেকোনো প্রয়োজন পূরণ এবং যে কোনো দুআ কবুল হওয়ার ক্ষেত্রে অত্যন্ত ফলপ্রসূ একটি পদ্ধতি হল ‘ইসমে আযম’-এর মাধ্যমে দুআ করা। হাদীস শরীফে ইসমে আযমের বিভিন্ন শব্দ-বাক্য বর্ণিত হয়েছে। যেমন—

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الأَحَدُ الصَّمَدُ، الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا أَحَدٌ.

হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে (আমার কাক্সিক্ষত বিষয়) কামনা করছি। যেহেতু আমি সাক্ষ্য দেই যে, আপনিই আল্লাহ। আপনি ছাড়া কোনো মাবূদ নেই। আপনি এক ও অদ্বিতীয়। আপনি চির অমুখাপেক্ষী। (আপনি এমন সত্তা,) যিনি কাউকে জন্ম দেন না, কারো থেকে জন্ম নেন না। যার সমকক্ষ সমতুল্য কেউ নেই। —জামে তিরমিযী, হাদীস ৩৪৭৫

এমনিভাবে—

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ، لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ، وَحْدَكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ، الْمَنَّانُ، بَدِيْعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.

হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে (আমার কাঙ্ক্ষিত বিষয়) কামনা করছি। যেহেতু সকল প্রশংসা আপনার। আপনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। আপনি এক। আপনার কোনো শরীক নেই। আপনি মহা অনুগ্রহশীল। যমীন ও আসমানসমূহের অতুলনীয় স্রষ্টা। আপনি মহিমময়, মহানুভব। —সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ৩৮৫৮

আরো আছে—

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، الْمَنَّانُ، يَا بَدِيعَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ، إِنِّيْ أَسْأَلُكَ.

হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে (আমার কাক্সিক্ষত বিষয়) কামনা করছি। যেহেতু সকল প্রশংসা আপনার জন্য। আপনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। আপনি মহা অনুগ্রহশীল। হে যমীন ও আসমানসমূহের অতুলনীয় স্রষ্টা! হে মহিমময়, মহানুভব! হে চিরঞ্জীব হে মহানিয়ন্ত্রক! আমি আপনার কাছে (আমার কাঙ্ক্ষিত বিষয়) প্রার্থনা করছি। —মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ১৩৫৭০

এইসব দুআর কোনো একটি পড়ে দুআ করা যায়। তাতে দুআ কবুল হওয়ার দৃঢ় আশা হয়।

আল্লাহর কাছে চাওয়া বিফলে যায় না

বান্দার দুআ ও প্রার্থনা আল্লাহ তাআলার কাছে খুব পছন্দ। আল্লাহ তাআলা চান, বান্দা নিয়মিত তাঁর কাছে দুআ করুক। সকল প্রয়োজন তাঁর কাছেই পেশ করুক। বান্দার এই আল্লাহমুখিতা ও মুখাপেক্ষিতা আল্লাহ তাআলার খুব প্রিয়। এ মর্মেই কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে—

وَ قَالَ رَبُّکُمُ ادۡعُوۡنِیۡۤ اَسۡتَجِبۡ لَکُمۡ اِنَّ الَّذِیۡنَ یَسۡتَکۡبِرُوۡنَ عَنۡ عِبَادَتِیۡ سَیَدۡخُلُوۡنَ جَہَنَّمَ دٰخِرِیۡنَ ۠
.

তোমাদের রব বলেছেন, আমাকে ডাক; আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব। নিশ্চয়ই যারা অহংকারবশত আমার ইবাদত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, ওরা লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।
(সূরা গাফির ৪০: ৬০)

নিঃসন্দেহে অন্যান্য ইবাদতের মতো আল্লাহকে ডাকা এবং তাঁর কাছে দুআ করা স্বতন্ত্র একটি ইবাদত। বরং আল্লাহর কাছে চাওয়া ও দুআ করাকে হাদীসে ইবাদতের মূল বলা হয়েছে। (সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ১৪৭৯; জামে তিরমিযী, হাদীস ৩২৪৭)

দুআর ক্ষেত্রে কিছু আদব যেমন আছে, তা কবুল হওয়ার কিছু শর্তও আছে। এ বিষয়ে অনেকগুলো বর্ণনা পাওয়া যায়। যেমন বিখ্যাত সাহাবী আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

لَا يَزَالُ يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ، مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمٍ أَوْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ، مَا لَمْ يَسْتَعْجِل.ْ

আল্লাহ তাআলা বান্দার দুআ কবুল করে থাকেন—যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো গোনাহ কিংবা আত্মীয়তা ছিন্ন করার দুআ না করে এবং দুআ কবুলে তাড়াহুড়ো না করে।

সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, তাড়াহুড়ো কীভাবে হয়? অথবা কাকে তাড়াহুড়ো বলা হয়?

নবীজী বললেন—

يَقُولُ: قَدْ دَعَوْتُ وَقَدْ دَعَوْتُ، فَلَمْ أَرَ يَسْتَجِيبُ لِي، فَيَسْتَحْسِرُ عِنْدَ ذَلِكَ وَيَدَعُ الدُّعَاء.َ

বান্দা বলে, আমি তো দুআ করেছি, আমি তো দুআ করেছি; কিন্তু কবুল হতে দেখিনি। তাই সে নিরাশ হয়ে যায় এবং দুআ করা ছেড়ে দেয়।
(সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৭৩৫)

মোটকথা, দুনিয়া ও আখেরাতের যে কোনো প্রয়োজনে মুমিন প্রথমেই আল্লাহ-অভিমুখী হবে। আল্লাহ তাআলার কাছেই নিজের সকল প্রয়োজন পেশ করবে। তাঁর কাছ থেকেই কল্যাণের ফায়সালা গ্রহণ করবে। সেক্ষেত্রে নামায ও দুআর মাধ্যম অবলম্বন করবে। পাশাপাশি সাধ্যের সর্বোচ্চ চেষ্টা অব্যাহত রাখবে। মনে রাখবে, আল্লাহ তাআলার কাছে বান্দার দুআ-মুনাজাতের যেমন প্রতিদান রয়েছে, চেষ্টা মেহনতেরও রয়েছে অনেক মূল্য ও প্রতিদান। নিঃসন্দেহে বান্দার যাবতীয় বিষয় আল্লাহ তাআলার হুকুমেই সম্পন্ন হয়ে থাকে।

আওয়াবীনের সালাত

সালাতুল মাগরিবের পর থেকে সালাতুল ইশা পর্যন্ত যে নফল সালাত আদায় করা হয় তা ‘সালাতুল আওয়াবীন’ অর্থাৎ ‘বেশি বেশি তাওবাকারীগণের সালাত’।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাগরিবের সালাতের পর থেকে ইশার সালাতের আগ পর্যন্ত যত রাকাত ইচ্ছা নফল সালাত আদায় করতেন।
এই সময়ের নফল সালাত আদায় সম্পর্কিত বিভিন্ন হাদিস পাওয়া গেলেও কত রাকাত সে বিষয়ে পাওয়া যায় নি। তাই যত রাকাত ইচ্ছে নফল সালাত আদায় করা যায়।
কোনো কোনো জায়গায় আওয়াবীনের সালাতকে চাশতের সালাত হিসেবেও উল্লেখ করা হয়েছে।

সালাতুত তাহাজ্জুদ

সালাতুত তাহাজ্জুদ কে কিয়ামুল লাইল হিসেবেও বলা হয়ে থাকে।
কিয়ামুল লাইল- রাত জেগে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নামায, মুমিনের মর্যাদার সিঁড়ি। জান্নাতের যাওয়ার অন্যতম উপায়। সফলতার চাবিকাঠি। আল্লাহর একান্ত ও প্রিয় হওয়ার অন্যতম প্রধান মাধ্যম। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও তাহাজ্জুদ ছাড়েননি।

ছুটে গেলে কাযা করতেন। নিজে আদায় করতেন এবং সাহাবায়ে কেরামকেও অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে উৎসাহিত করতেন।

ফরয নামাযের পরেই যার স্থান

পাঁচ ওয়াক্ত নামায মুমিনের পরিচয়। এর গুরুত্ব অপরিসীম। এর পরই যে নামায আল্লাহর কাছে প্রিয় তা হল তাহাজ্জুদ। হযরত আবু হুরায়রা রা. বর্ণিত হাদীস; নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرّمُ، وَأَفْضَلُ الصّلاَةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ، صَلاَةُ اللّيْلِ.ِ

রমযানের পর রোযা রাখার উত্তম সময় মুহাররম মাস আর ফরয নামাযের পর উত্তম নামায রাতের নামায, অর্থাৎ তাহাজ্জুদ। (সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৭২৫)

যে আমল নবিজী (সা) কখনো ছাড়েন নি

আবদুল্লাহ ইবনে কাইস রা.-কে হযরত আয়েশা রা. বললেন-

ياعَبْدَ اللهِ لاَ تَدَعْ قِيَامَ اللّيْلِ، فَإِنّ النّبِيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا كَانَ يَدَعُهُ وَكَانَ إِذَا مَرِضَ أَوْ كَسِلَ صَلّى قَاعِدًا.

হে আবদুল্লাহ! কিয়ামুল লাইল কখনো ছেড়ো না! কেননা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা কখনো ছাড়েননি। কখনো অসুস্থতা বা দুর্বলতা বোধ করলে বসে আদায় করতেন।
(সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ১৩০৯)

পাপ মুছে দেয়

তাহাজ্জুদ গোনাহ মিটিয়ে দেয় এবং মানুষকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে। হযরত আবু উমামা রা. থেকে বর্ণিত। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ دَأَبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَى رَبِّكُمْ، وَمَكْفَرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ، وَمَنْهَاةٌ لِلإِثْمِ.

তোমরা কিয়ামুল লাইলের প্রতি যত্নবান হও। কেননা তা তোমাদের পূর্ববর্তী সালেহীনের অভ্যাস এবং রবের নৈকট্য লাভের বিশেষ মাধ্যম। আর তা পাপরাশী মোচনকারী এবং গোনাহ থেকে বাধা প্রদানকারী।
(জামে তিরমিযি, হাদীস ৩৫৪৯; মুসতাদরাকে হাকেম, হাদীস ১১৫৬)

জান্নাতীদের বৈশিষ্ট্য

পবিত্র কুরআনে মুত্তাকীদের জন্য জান্নাতের ঘোষণা দেয়া হয়েছে।

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِىْ جَنّٰتٍ وَّ عُيُوْنٍ.

সেদিন নিশ্চয়ই মুত্তাকীরা থাকবে প্রস্রবণবিশিষ্ট জান্নাতে। (সূরা যারিয়াত ৫১: ১৫)

সাথে তাদের কিছু গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যের বিবরণও এসেছে। তন্মধ্যে অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল-

وَ بِالْاَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ.

রাতের শেষ প্রহরে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করত। (সূরা যারিয়াত ৫১: ১৮)

ইবাদুর রহমান-রহমানের বান্দাদের কতিপয় বৈশিষ্ট বর্ণনা করা হয়েছে কুরআনে কারীমের সূরা ফুরকানে। সেখানেও উপরোল্লিখিত বৈশিষ্ট্যটি বিবৃত হয়েছে-

وَ الَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّ قِيَامًا.

আর তাঁরা রাত অতিবাহিত করে তাঁদের প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সিজদারত হয়ে এবং দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। (সূরা ফুরকান ২৫: ৬৪)

সূরার শেষের দিকে তাদের পুরস্কারের বিবরণও এসেছে-

أُولَٰٓئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوْا وَ يُلَقَّوْنَ فِيْهَا تَحِيَّةً وَّ سَلٰمًا، خٰلِدِيْنَ فِيْهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَّ مُقَامًا.

তাদের প্রতিদান দেয়া হবে জান্নাতের সুউচ্চ কক্ষ। কারণ তারা ছিল ধৈর্যশীল। তাদেরকে সেখানে অভ্যর্থনা করা হবে অভিবাদন ও সালাম সহকারে। সেখানে তারা স্থায়ী হবে। আশ্রয়স্থল ও বসতি হিসেবে তা কত উৎকৃষ্ট! (সূরা ফুরকান ২৫: ৭৫-৭৬)

তাহাজ্জুদ-জান্নাত লাভ ও মর্যাদা বৃদ্ধির আমল

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম রা. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদীনায় এলেন, মানুষের সাথে আমিও তাঁকে একনজর দেখবার জন্য বের হলাম। তাঁর চেহারা মোবারকের দিকে যখন তাকালাম, আমার বিশ্বাস হয়ে গেল, এ কোনো মিথ্যাবাদির চেহারা হতে পারে না। তখন তাঁর মুখে সর্বপ্রথম আমি যে কথাগুলো শুনেছি-

يَا أَيّهَا النّاسُ، أَفْشُوا السّلاَمَ، وَأَطْعِمُوا الطّعَامَ، وَصَلّوا وَالنّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُونَ الجَنّةَ بِسَلاَمٍ.

হে লোকসকল! সালামের প্রসার কর। মানুষকে আহার করাও! আর রাতে যখন মানুষ ঘুমিয়ে থাকে, তখন তুমি নামায আদায় কর! তবেই নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।
(জামে তিরমিযি, হাদীস ২৪৮৫; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ৩২৫১)

অন্য হাদীসে পাওয়া যায়, উপরোক্ত গুণাবলী যাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকবে, জান্নাতে থাকবে তাঁদের জন্য বিশেষ মর্যাদা। হযরত আবু মালেক আশআরী রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

إنّ فِي الْجَنّةِ غُرْفَةً يُرَى ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِهَا، وَبَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا أَعَدّهَا اللهُ لِمَنْ أَطْعَمَ الطّعَامَ، وَأَلَانَ الْكَلَامَ، وَتَابَعَ الصِّيَامَ وَصَلّى وَالنّاسُ نِيَامٌ.

নিশ্চয়ই জান্নাতে রয়েছে এমন কিছু কক্ষ/প্রাসাদ, যার বাহির থেকে ভেতরাংশ দেখা যাবে, ভেতর থেকে বহিরাংশ দেখা যাবে। এগুলো আল্লাহ তাঁদের জন্য প্রস্তুত করেছেন, যারা মানুষকে খাবার খাওয়ায়, কোমল ভাষায় কথা বলে, ধারাবাহিকভাবে রোযা রাখে, সালামের প্রসার ঘটায় এবং রাতে সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়ে তারা নামাযে দণ্ডায়মান থাকে। (মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ২২৯০৫; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ৫০৯; জামে তিরমিযি, হাদীস ২৫২৭)

অন্য সকল আমলের মতো এই ফযীলতপূর্ণ আমলটির ক্ষেত্রেও কিছু আদব ও নিয়ম-নীতি রয়েছে :

চোখ মুছে নেওয়া এবং দুআ পড়া

ইবনে আব্বাস রা. নবীজীর রাতের আমল প্রত্যক্ষ করার জন্য তার খালা উম্মুল মুমিনীন মায়মুনা রা.-এর ঘরে ছিলেন। তিনি বলেন, দেখলাম-

...اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، فَجَلَسَ يَمْسَحُ النّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدِهِ، ثُمّ قَرَأَ الْعَشْرَ الآيَاتِ الْخَوَاتِمَ مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَان.َ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুম থেকে উঠে দুই হাত দিয়ে চোখ মুছে ঘুম দূর করলেন এবং সূরা আলে ইমরানের শেষ দশ আয়াত তিলাওয়াত করলেন।
(সহীহ মুসলিম, হাদীস ৭৬৩)

মিসওয়াক করা

হাদীসে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে যখন তাহাজ্জুদের জন্য উঠতেন, তখন ভালো করে মিসওয়াক করতেন। (সহীহ বুখারী, হাদীস ১১৩৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস ৫১৬)

হযরত আলী রা. বলেন-

إِذَا قَامَ مِنَ اللّيْلِ فَتَسَوّكَ ثُمّ تَوَضّأَ ثُمّ قَامَ إِلَى الصّلَاةِ جَاءَهُ الْمَلَكُ حَتّى يَقُومَ خَلْفَهُ يَسْتَمِعُ الْقُرْآنَ فَلَا يَزَالُ يَدْنُو مِنْهُ حَتّى يَضَعَ فَاهُ عَلَى فِيهِ فَلَا يَقْرَأُ آيَةً إِلّا دَخَلَتْ جَوْفَه.ُ

কেউ যখন রাতে তাহাজ্জুদ নামাযের জন্য ওঠে এবং মিসওয়াক করে ওযু করে, অতঃপর নামাযে দণ্ডায়মান হয় তখন ফিরিশতা তিলাওয়াত শোনার জন্য পিছনে দাঁড়িয়ে যায়। এরপর ফিরিশতা তার নিকটবর্তী হতে থাকে; একপর্যায়ে খুব নিকটে চলে আসে এবং ব্যক্তির মুখে মুখ রেখে দেয়। তখন সে যা তিলাওয়াত করে ফিরিশতার উদরে চলে যায়।
(মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হাদীস ১৮১০; ফাযলু কিয়ামিল লাইল, আজুররী, হাদীস ৩৫)

প্রথমে হালকা দুই রাকাত দিয়ে শুরু করা

প্রথমে ছোট সূরা দিয়ে সংক্ষিপ্তভাবে দুই রাকাত আদায় করবে। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনটি করতেন। আম্মাজান আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে যখন নামাযের জন্য উঠতেন-

افْتَتَحَ صَلاَتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ.

শুরুতে হালকা করে দুই রাকাত আদায় করতেন।
(সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৭৫৬; মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হাদীস ৬৬৮২)

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللّيْلِ، فَلْيَفْتَتِحْ صَلاَتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ.

তোমাদের কেউ যখন রাতে উঠবে, সে যেন প্রথমে হালকা দুই রাকাতের মাধ্যমে শুরু করে।
(সহীহ মুসলিম, হাদীস ৭৬৮; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ১৩২৩)

আমরা চেষ্টা করব তাহাজ্জুদ নিয়মিত আদায় করতে। একান্ত ওজর ছাড়া তাহাজ্জুদ ছাড়ব না। নবীজী নিয়মিত তাহাজ্জুদ আদায় করতেন। যেকোনো আমল নিয়মিত আদায় করা আল্লাহর কাছে অতি পছন্দনীয়। হাদীসে এসেছে-

أَحَبّ الأَعْمَالِ إِلَى اللهِ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلّ.

আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় আমল, যা নিয়মিত করা হয়, যদিও তা পরিমাণে কম হয়।
(সহীহ বুখারী, হাদীস ৬৪৬৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস ৭৪২)

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রা.- কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়ে বলছেন-

يَا عَبْدَ اللهِ، لاَ تَكُنْ بِمِثْلِ فُلاَنٍ كَانَ يَقُومُ اللّيْلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللّيْلِ.

হে আব্দুল্লাহ! অমুকের মতো হয়ো না। সে নিয়মিত তাহাজ্জুদ আদায় করত; কিন্তু পরবর্তীতে আবার ছেড়ে দিল। (সহীহ বুখারী, হাদীস ১১৫২; সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৭০৩)

পরিবারের সকলে মিলে তাহাজ্জুদ

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

رَحِمَ اللهُ رَجُلًا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى، ثُمَّ أَيْقَظَ امْرَأَتَهُ فَصَلَّتْ، فَإِنْ أَبَتْ نَضَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ، وَرَحِمَ اللهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ، ثُمَّ أَيْقَظَتْ زَوْجَهَا فَصَلَّى، فَإِنْ أَبَى نَضَحَتْ فِي وَجْهِهِ الْمَاءَ.

সে ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ রহম করুন, যে রাতে উঠে সালাত আদায় করে, তারপর স্ত্রীকে জাগিয়ে দেয় এবং সেও সালাত আদায় করে। স্ত্রী যদি উঠতে না চায় তখন তার চেহারায় পানি ছিটিয়ে হলেও উঠানোর চেষ্টা করে। তদ্রƒপ ওই নারীর প্রতি আল্লাহ রহম করুন, যে রাতে উঠে সালাত আদায় করে তারপর স্বামীকে জাগিয়ে দেয় এবং স্বামী উঠে সালাত আদায় করে। স্বামী উঠতে না চাইলে চেহারায় পানি ছিটিয়ে হলেও তাকে উঠানোর চেষ্টা করে।
(সুনানে নাসায়ী, হাদীস ১৩০২; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ১৩৩৬)

আরেক হাদীসে এসেছে, স্বামী-স্ত্রী যদি একে অপরকে জাগিয়ে তাহাজ্জুদ আদায় করে তাহলে আল্লাহ তাদেরকে যাকিরীনের মধ্যে গণ্য করেন। হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

مَنِ اسْتَيْقَظَ مِنَ اللَّيْلِ وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ فَصَلَّيَا رَكْعَتَيْنِ جَمِيعًا كُتِبَا مِنَ الذَّاكِرِينَ اللهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ.

যে ব্যক্তি তাহাজ্জুদের জন্য রাতে ওঠে এবং স্ত্রীকেও জাগিয়ে দেয়; অতঃপর দুজনে একসাথে দুই রাকাত নামায আদায় করে তাদেরকে যাকিরীনের মধ্যে গণ্য করা হয়, যারা বেশি বেশি আল্লাহর যিকির করে। (সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ১৩০৯; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ১৩৩৫)

নিয়ত করার মাধ্যমেও মিলে সওয়াব

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন-

مَنْ أتى فِراشَه وَهُوَ يَنْوِي أن يَقُومَ يُصلِّي مِنَ اللّيلِ فغلبتْهُ عَيْناه حَتّى أصْبحَ، كُتبَ لَه مَا نَوى، وَكانَ نومُهُ صدَقةً عَلَيْهِ مِنْ رّبِّه - عز وجل

যে ব্যক্তি রাতে নামায পড়ার নিয়ত করে বিছানায় গেল, কিন্তু ঘুম তাকে পরাস্ত করল, সে উঠতে পারল না, সকাল হয়ে গেল, তাহলে নিয়তের কারণে তার আমলনামায় আমলের সওয়াব লেখা হবে। আর এই ঘুম রবের পক্ষ থেকে তার জন্য সদাকা বলে বিবেচিত হবে। (সুনানে নাসাঈ, হাদীস ১৭৮৭)

তাহাজ্জুদ-আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়ার মাধ্যম

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- এসময় স্বয়ং আল্লাহ বান্দার নিকটবর্তী হয়ে যান। এমন সময় যদি আমিও আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়ার চেষ্টা করি তাহলে খুব সহজেই লাভ হবে রবের সান্নিধ্য। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইরশাদ-

أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الرّبّ مِنَ العَبْدِ فِي جَوْفِ اللّيْلِ الآخِرِ، فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ مِمّنْ يَذْكُرُ اللهَ فِي تِلْكَ السّاعَةِ فَكُنْ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

রাতের শেষভাগে রব তাঁর বান্দার খুব নিকটবর্তী হন। যদি পার, ওই সময় আল্লাহর যিকিরকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও! (জামে তিরমিযী, হাদীস ৩৫৭৯; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ১২৭৭)

তাহাজ্জুদের প্রতিবন্ধকতা-আরামদায়ক বিছানা

বিছানা অতি আরামদায়ক হলেও শেষ রাতে উঠতে কষ্ট হয়ে যায়। কারণ বিছানা যত আরামদায়ক হবে ঘুম তত গভীর হবে। ফলে শেষ রাতে ওঠা কষ্টকর হয়। নবীজীর ঘটনা- উম্মুল মুমিনীন হাফসা রা. একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য দু-পাট্টার

বিছানাকে চার পাট্টা করে দিয়েছেন, যেন একটু আরাম হয়। সকালে নবীজী জিজ্ঞেস করলেন, গত রাতে কী বিছিয়েছিলে? বললেন, আগের বিছানাই তো ইয়া রাসূলাল্লাহ! কেবল দু-পাট্টাকে চার পাট্টা করে দিয়েছিলাম। নবীজী তখন বললেন-

رُدّوْهُ لِحالَتِهِ الأوْلى فإنّه مَنَعَتْنِي وَطاءَتُه صَلاتِيَ اللّيْلَةَ.

আগের মতো করে দিও! কারণ এর কোমলতা আমাকে রাতে নামায থেকে বিরত রেখেছে। (শামায়েলে তিরমিযি, হাদীস ৩৩০)

শেষ রাতে আল্লাহ তার বান্দাদের ডাকেন

আল্লাহ যেন আমার ডাকে সাড়া দেন। তিনি যেন আমাকে ক্ষমা করেন- এর জন্য আমাদের কত ভাবনা! কোন্ আমল করলে আল্লাহ আমার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন, কখন কীভাবে ক্ষমা চাইলে তিনি ক্ষমা করবেন- কত ভাবনা। কিন্তু বিষয়টি যদি এমন হয়- স্বয়ং আল্লাহ বান্দাকে ডাকতে থাকেন দুআ কবুলের জন্য, আল্লাহ ডাকতে থাকেন বান্দাকে ক্ষমা করার জন্য! হ্যাঁ, রাতের শেষ প্রহর! এটিই সময় দুআ কবুলের, এটিই সময় রবের ক্ষমা লাভের। কারণ এসময় রাব্বুনা তাবারাকা ওয়া তাআলা বান্দার ডাকে সাড়া দেওয়ার জন্য, তাকে ক্ষমা করার জন্য ডাকতে থাকেন। শুনুন নবীজীর পাক যবানে-

يَنْزِلُ رَبّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلّ لَيْلَةٍ إِلَى السّمَاءِ الدّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللّيْلِ الآخِرُ يَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي، فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَه.

আমাদের রব প্রতি রাতের শেষ তৃতীয়াংশে নিকটবর্তী আসমানে অবতরণ করেন এবং বলেন, কে আছো, দুআ করবে আমি তার দুআ কবুল করব। কে আছো, আমার কাছে (তার প্রয়োজন) চাইবে আমি তাকে দান করব। কে আছো, আমার কাছে ক্ষমা চাইবে আমি তাকে ক্ষমা করব।

(সহীহ বুখারী, হাদীস ১১৪৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস ৭৫৮)

তাহাজ্জুদ সালাতের আলাদা কোনো নিয়ম নেই। অন্যান্য নফল সালাতের মতই দুই রাকাত করে ২ রাকাত, ৪ রাকাত, ৮ রাকাত আদায় করা যায়। তাহাজ্জুদ সালাতের অসংখ্য ফযিলত

রয়েছেই তাছাড়া এই আমল রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো ত্যাগ করেন নি। আল্লাহ আমাদের নিয়মিত তাহাজ্জুদ আদায়ের তাওফিক দান করুক।

সালাতুত তাসবিহ

সালাতুত তাসবীহ (আরবি: صلاة تسبيح), তাসবীহের নামাজ নামেও পরিচিত। সালাত শব্দের অর্থ নামাজ। আর তাসবিহ বলতে 'সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদুলিল্লাহি, ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার' এ শব্দগুলো বোঝানো হয়েছে। যে নামাজে এসব তাসবীহ পড়ানো হয় তা সালাতুত তাসবীহ বা তাসবীহের নামাজ হিসেবে পরিচিত।
ইসলামে অনুসারীদের জন্যে এটি একটি ঐচ্ছিক ইবাদত। এটা বাধ্যতামূলক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের মতো নয়।হযরত মুহাম্মদ (ﷺ) তাঁর অনুসারীদেরকে এ নামাজ পালনে উৎসাহিত করছেন। জীবনে একবার হলেও মুসলমানরা যেনো এ নামাজ পড়ে, এ বিষয়ে তিনি গুরুত্বারোপ করেছেন।

হাদিসে এসেছে,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِلْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ " يَا عَبَّاسُ يَا عَمَّاهُ أَلاَ أُعْطِيكَ أَلاَ أَمْنَحُكَ أَلاَ أَحْبُوكَ أَلاَ أَفْعَلُ بِكَ عَشْرَ خِصَالٍ إِذَا أَنْتَ فَعَلْتَ ذَلِكَ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ ذَنْبَكَ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ قَدِيمَهُ وَحَدِيثَهُ خَطَأَهُ وَعَمْدَهُ صَغِيرَهُ وَكَبِيرَهُ سِرَّهُ وَعَلاَنِيَتَهُ عَشْرَ خِصَالٍ أَنْ تُصَلِّيَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَسُورَةً فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ وَأَنْتَ قَائِمٌ قُلْتَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً ثُمَّ تَرْكَعُ فَتَقُولُهَا وَأَنْتَ رَاكِعٌ عَشْرًا ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوعِ فَتَقُولُهَا عَشْرًا ثُمَّ تَهْوِي سَاجِدًا فَتَقُولُهَا وَأَنْتَ سَاجِدٌ عَشْرًا ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُودِ فَتَقُولُهَا عَشْرًا ثُمَّ تَسْجُدُ فَتَقُولُهَا عَشْرًا ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ فَتَقُولُهَا عَشْرًا فَذَلِكَ خَمْسٌ وَسَبْعُونَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ تَفْعَلُ ذَلِكَ فِي أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُصَلِّيَهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ مَرَّةً فَافْعَلْ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّةً فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي عُمُرِكَ مَرَّةً" ً

ইবন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর চাচা আব্বাস ইবন আবদুল মুত্তালিব (রাঃ)-কে বলেনঃ হে আব্বাস ইবন আব্দুল মুত্তালিব! হে আব্বাস! হে আমার প্রিয় চাচা! আমি কি আপনাকে এমন একটি জিনিস দেব না যার মাধ্যমে আপনি দশটি বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হবেন? যখন আপনি এরূপ করবেন, তখন আল্লাহ তাআলা

আপনার পূর্বাপরের সমস্ত গুনাহ মাফ করবেন। চাই তা প্রথম বারের হোক বা শেষ বারের পুরাতন হোক কিংবা নতুন হোক, ভুলেই হোক অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে, বড়ই হোক অথবা ছোট, প্রকাশ্যেই হোক অথবা গোপনে- আপনি এই দশটি বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হবেন, যদি আপনি চার রাকাত নামায নিম্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে আদায় করেন। আপনি এর প্রতি রাকাতে সূরা ফাতিহা পাঠের পর এর সাথে অন্য একটি সূরা মিলাবেন। অতঃপর যখন আপনি কিরাআত পাঠ শেষ করবেন তখন দাঁড়ানো অবস্থায় এই দু'আ পাঠ করবেনঃ 'সুবহানালল্লাহ আলহামদু লিলল্লাহ ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার।'

অতঃপর আপনি রুকূ করবেন এবং সেখানেও ঐ দু'আ দশবার পাঠ করবেন। পরে রুকূ হতে মাথা তুলে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ঐ দু'আ দশবার পাঠ করবেন। অতঃপর সিজদায় গিয়েও তা দশবার পাঠ করবেন এবং প্রথম সিজদার পর মাথা তুলে বসবার সময় ঐ দু'আ দশবার পাঠ করবেন। অতঃপর দ্বিতীয় সিজদায়ও তা দশবার পাঠ করবেন, পরে সিজদা হতে মাথা তুলে ঐ দু'আ দশবার পাঠ করা পর্যন্ত বসে থাকার পর দাঁড়াবেন (দ্বিতীয় রাকাতের জন্য)। অতঃপর আপনি প্রতি রাকাতে এরূপ পঁচাত্তর বার ঐ দু'আ পাঠ করবেন এবং এরূপ চার রাকাত নামায আদায় করবেন। যদি আপনার পক্ষে সম্ভব হয় তবে আপনি এই নামায দৈনিক একবার আদায় করবেন। যদি তা সম্ভব না হয় তবে প্রতি সপ্তাহে শুক্রবারে একবার; যদি তাও সম্ভব না হয় হবে প্রতি মাসে একবার; যদি তাও অসম্ভব হয়, তবে প্রতি বছরে একবার; যদি তাও সম্ভব না হয় তবে গোটা জীবনে অন্ততঃ একবার আদায় করবেন।
(ইবন মাজা, সুনানে আবু দাউদ:১২৯৭)

সালাতুত তাসবিহ সালাতের নিয়ম

সালাতুত তাসবীহ চার রাকাত–বিশিষ্ট। প্রতি রাকাতে 'সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদুলিল্লাহি, ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার' (سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلهِ وَلَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ وَاللهُ اَكْبَر) তাসবীহগুলো ৭৫ বার করে পড়তে হয়। চার রাকাতে মোট (৭৫ × ৪) ৩০০ বার পড়তে হয়।

কিয়াম
প্রথম রাকাতে সানা পড়ার পর পড়তে হবে – ১৫ বার। তারপর সূরা ফাতিহা তারপর কোরআন থেকে কেরাত পাঠ (সুরা মিলানো তাকছুর)করতে হবে, এরপর:
দাঁড়ানো অবস্থায় রুকুতে যাওয়ার পুর্বে – ১০ বার।

রুকু

রুকু করবে এবং রুকু অবস্থায় দোয়ার পর – ১০ বার।

রুকু থেকে মাথা ওঠানোর পর সোজা হয়ে দাঁড়ানো অবস্থায় (রাব্বানা লাকাল হামদ পড়ার পর) – ১০ বার।

সিজদা

তারপর সিজদায় যাবে এবং সিজদা অবস্থায় এ তাসবীহ – ১০ বার।

সিজদা থেকে মাথা ওঠানোর পর – ১০ বার।

পুনরায় সিজদা গিয়ে – ১০ বার।

২য়, ৩য় ও ৪র্থ রাকাত

সিজদা থেকে মাথা ওঠিয়ে আবার দ্বিতীয় রাকাতে একইভাবে তাসবিহ পাঠ করতে হবে। এ তাসবিহ প্রত্যেক রাকাতে ৭৫ বার করে ৪ রাকাত নামাজের প্রতি রাকাতেই এক নিয়ম অনুসারে আদায় করতে হবে।

এই সালাতের অন্য নিয়ম সম্পর্কে হাদিসে এসেছে,

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর চাচা আব্বাস ইবনু আব্দুল মুত্তালিবকে (রাঃ) বলেনঃ ''চাচাজি, আমি আপনাকে একটি বিশেষ উপহার ও বিশেষ অনুদান প্রদান করব, যা পালন করলে আল্লাহ আপনার ছোট, বড়, ইচ্ছাকৃত, অনিচ্ছাকৃত, প্রকাশ্য, গোপন সকল গোনাহ ক্ষমা করবেন। - তা এই যে, আপনি চার রাক'আত সালাত আদায় করবেন। প্রত্যেক রাক'আতে সূরা ফাতিহা ও অন্য যে কোনো একটি সূরা পাঠ করবেন। প্রথম রাক'আতে সূরা ফাতিহা ও অন্য যে কোনো সূরা পাঠের পর দাঁড়ানো অবস্থায় ১৫ বার বলবেন:

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

উচ্চারণঃ 'সুব'হা-নাল্লাহ, ওয়াল'হামদুলিল্লাহ, ওয়ালা- ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আল্লা-হু আকবার।' এরপর রুকুতে যেয়ে রুকু অবস্থায় উপরের যিকরগুলি ১০ বার, রুকু থেকে উঠে দাঁড়ানো অবস্থায় ১০ বার, সাজদা রত অবস্থায় ১০ বার, প্রথম সাজদা থেকে উঠে বসা অবস্থায় ১০ বার, দ্বিতীয় সাজদায় ১০ বার এবং দ্বিতীয় সাজদা থেকে উঠে (বসা অবস্থায়) ১০ বার। এই

মোট এক রাক’আতে ৭৫ বার (চার রাক’আতে মোট ৩০০ বার)। সম্ভব হলে আপনি প্রতিদিন একবার এই সালাত আদায় করবেন, না হলে প্রতি সপ্তাহে একবার, না হলে প্রতি মাসে একবার, না হলে প্রতি বৎসর একবার, না হলে অন্তত সারা জীবনে একবার এই সালাত আপনি আদায় করবেন।”
(ইবনে মাজাহ:১৩৮৬; তিরমিজি, আস সুনান:৪৮১)

সালাতুত তাসবিহ সম্পর্কে ছন্দ আকারে

হাফেয ইবনু নাসির উদ্দিন আদ-দামেস্কী ছন্দ আকারে বলেন:

إذا أرادت الثو
صلِّ لله سبحة التسبيح
اب بالترجيح

(যখন তুমি সাওয়াবের বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিতে চাও

তাহলে আল্লাহর উদ্দেশ্যে সালাতুত তাসবীহ আদায় কর)।

إن فيها رغائباً و أجوراً

و دواء لكل قلب جريح

(নিশ্চয় তাতে রয়েছে উৎসাহ-উদ্দীপনা ও সাওয়াবের সমাহার,

আর প্রত্যেক ক্ষত-বিক্ষত অন্তরের জন্য ব্যবস্থা আছে চিকিৎসার)।

فتقرب بفعلها تعط نيلاً

و ثواباً يجلُّ عن التصريح

(সুতরাং তুমি তা আদায় করলে তোমাকে দেওয়া হবে পুরস্কার

আরও দেওয়া হবে সাওয়াব, যা স্পষ্ট করে বলা থেকে উপরে)।

لا تدعها فإن فيها حديثاً

من وجوه مقارباً للصحيح

(তুমি তা ছেড়ে দিও না; কেননা, তার ব্যাপারে হাদিস রয়েছে

বিভিন্নভাবে, যা বিশুদ্ধ হাদিসের কাছাকাছি পর্যায়ের)।

فتمسك بسنَّة كيف جاءت

عن ثقات عن الحبيب المليح

(সুতরাং তুমি সুন্নাহকে আকড়িয়ে ধর যেভাবে তা এসেছে

নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীগণের মাধ্যমে প্রিয় হাবীব থেকে)—

أحمد المصطفى رسول أمين

و مطاع و سيد و رجيح

(আহমাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে, যিনি বিশ্বস্ত রাসূল,

অনুসরণীয়-অনুকরণীয়, নেতা এবং প্রধান ব্যক্তিত্ব);

أفضل الخلق رتبة و محلاً

و مقالا معجزاً للفصيح

(সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি মর্যাদা ও অবস্থানগত দিক থেকে,

আর যিনি কথাবার্তায় অসম্ভব রকম বিশুদ্ধভাষী)।

فصلاة الله تترى عليه

مع كل سلام مديح بمديح

(অতএব, অনবরত আল্লাহর সালাত বর্ষিত হউক তাঁর উপর,

সাথে প্রশংসা বিজড়িত সকল প্রকার সালাম ও গুণগান)।

ما توالى الصباح مع جنح ليل

و توارى مغيب في ضريح

(যতদিন প্রভাত হবে রাতের অন্ধকারের সাথে আর কবরে অদৃশ্য হবে কোনো প্রাণী)।

সালাতুত তাওবা

সালাতুত তাওবা হলো তাওবার সালাত। কোনো গুনাহের কাজ করার পর আল্লাহর কাছে মাফ চেয়ে তাওবার উদ্দেশ্যে দুই রাকাত নফল সালাত আদায় করা হলো তাওবার সালাত। কোনো পাপ কাজের পর তাওবা ও ইস্তিগফার করা আবশ্যক।

তাওবা ও ইস্তিগফার

তাওবা ও ইস্তিগফার মুমিন ও মুত্তাকী বান্দাদের এক বিশেষ গুণ। মানুষকে আল্লাহ তাআলা তাঁর ইবাদত-বন্দেগী ও তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চলার জন্য সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু মানুষ যেহেতু শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার আদেশ-নিষেধ লঙ্ঘন করে বসে, আল্লাহ তাআলার মরজি মোতাবেক চলার ক্ষেত্রে ভুল করে থাকে, তাই আল্লাহ তাআলা তার সে ভুল বা গুনাহ থেকে মুক্তিদানের জন্য তাওবা ও ইস্তিগফারের ব্যবস্থা রেখেছেন। এই তাওবা ও ইস্তিগফার একজন মুমিনকে দান করে নিষ্পাপ ও নিষ্কলুষ জীবন। মুমিনকে সর্বদা গুনাহমুক্ত জীবনের প্রতি করে অনুপ্রাণিত। মুমিনকে নিয়ে যায় ঈমান ও আমলের ক্ষেত্রে উন্নতি ও মর্যাদার সুউচ্চ শিখরে।

তাই তাওবা ও ইস্তিগফার মুমিনের জীবনের এক অপরিহার্য বিষয়। তাকওয়াপূর্ণ ও গুনাহমুক্ত জীবন লাভ করতে যা একান্ত জরুরি। আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজীদে মুত্তাকীদের গুণাবলির বর্ণনা দিয়ে বলেন—

وَ الَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوْبِهِمْ وَ مَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اللّٰهُ وَ لَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَ هُمْ يَعْلَمُوْنَ.

এবং তারা সেই সকল লোক, যারা কখনও কোনো অশ্লীল কাজ করে ফেললে বা (অন্য কোনোভাবে) নিজেদের প্রতি যুলুম করলে সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং তার ফলে নিজেদের গুনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে— আর আল্লাহ ছাড়া কেইবা আছে, যে গুনাহ ক্ষমা করতে পারে। আর তারা জেনেশুনে তাদের কৃতকর্মে অবিচল থাকে না। (সূরা আলে ইমরান ০৩ : ১৩৫)

নবীগণের তাওবা ও ইস্তিগফার

নবীগণও আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে তাওবা ও ইস্তিগফার করেছেন। তাদের তাওবা ও ইস্তিগফারের ঘটনা ও ভাষা কুরআন মাজীদে বিবৃত হয়েছে।

হযরত আদম আ.-এর বক্তব্যে তাওবা ও ইস্তিগফার

رَبَّنَا ظَلَمْنَآ اَنْفُسَنَا وَ اِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَ تَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ.

হে আমাদের রব! আমরা আমাদের নিজেদের প্রতি যুলুম করেছি। যদি আপনি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি দয়া না করেন তবে আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।
(সূরা আ'রাফ ০৭: ২১)

হযরত নূহ আ.-এর বক্তব্যে তাওবা ও ইস্তিগফার

رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَ لِوَالِدَيَّ وَ لِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَّ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتِ ؕ وَ لَا تَزِدِ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا تَبَارًا.

হে আমার রব! আপনি আমাকে আমার পিতা-মাতাকে এবং আমার ঘরে যারা ঈমানের সঙ্গে প্রবেশ করেছে এবং মুমিন নর-নারীদেরকে ক্ষমা করুন। আপনি যালেমদেরকে ধ্বংসই বৃদ্ধি করুন।
(সূরা নূহ ৭১: ২২)

হযরত মূসা আ.-এর বক্তব্যে তাওবা ও ইস্তিগফার

رَبِّ اِنِّیْ ظَلَمْتُ نَفْسِیْ فَاغْفِرْ لِیْ فَغَفَرَ لَهٗ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِیْمُ.

হে আমার রব! নিশ্চয়ই আমি আমার প্রতি যুলুম করেছি। তাই আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। তাই তিনি তাকে ক্ষমা করলেন। নিশ্চয়ই তিনি বড় ক্ষমাশীল ও অতি দয়ালু। (সূরা কাসাস ২৮: ২৪)

হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বক্তব্যে তাওবা ও ইস্তিগফার

عن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى اللهِ، فَإِنِّي أَتُوبُ فِي الْيَوْمِ إِلَيْهِ مِائَةَ مَرَّةٍ.

হযরত আগার ইবনে ইয়াসার আলমুযানী রা. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হে লোকসকল! তোমরা আল্লাহর কাছে তাওবা কর। কেননা আমি দিনে একশত বার তাওবা করি।
(সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৭০২)

এখানে এ কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, নবী ও রাসূলগণ আল্লাহ তাআলার নির্বাচিত বান্দা। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তাঁদের গোটা জীবন আল্লাহ তাআলার তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। তাই তারা যাবতীয় গুনাহ থেকে দূরে থেকে জীবন যাপন করেন। তাদের থেকে কখনও সগীরা বা কবীরা গুনাহ সংঘটিত হয়নি। এজন্যই আহলুস্ সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের সর্ববাদী আকীদা হল, নবী ও রাসূলগণ মা'সূম ও নিষ্পাপ। তাই আম্বিয়া আলাইহিমুস্ সালামের মুখে তাওবা ও ইস্তিগফার উচ্চারিত হওয়ার অর্থ কখনোই এ নয় যে, তারা তাদের গুনাহের জন্য বা নবুওতের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য তারা তাওবা ও ইস্তিগফার করে থাকেন; বরং তারা তো তাওবা ও ইস্তিগফার করেন আল্লাহ তাআলার কাছে তাঁদের মর্যাদা

বৃদ্ধির জন্য বা তাঁদের থেকে অধিক উত্তম কাজের তুলনায় কম উত্তম কাজ সংঘটিত হওয়ার কারণে এবং সঙ্গে সঙ্গে উম্মতকে তাওবা ও ইস্তিগফার শিক্ষা দেওয়ার জন্য।

হযরত সালেহ আ. কতৃর্ক তাঁর উম্মতকে তাওবা ও ইস্তিগফার শিক্ষাদান :

وَ اِلٰی ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صٰلِحًا ۘ قَالَ یٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَیْرُهٗ ؕ هُوَ اَنْشَاَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَ اسْتَعْمَرَكُمْ فِیْهَا فَاسْتَغْفِرُوْهُ ثُمَّ تُوْبُوْۤا اِلَیْهِ ؕ اِنَّ رَبِّیْ قَرِیْبٌ مُّجِیْبٌ.

আমি ছামুদ জাতির কাছে সালেহকে প্রেরণ করেছি। তিনি বললেন, হে আমার সম্প্রদায় তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনো মাবুদ নেই। তিনিই তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। এবং তোমাদেরকে তাতে বসবাস করিয়েছেন। তাই তোমরা তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। অতঃপর তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তন কর। নিশ্চয়ই আমার রব অতি নিকটে এবং দুআ কবুলকারী।
(সূরা হুদ ১১ : ৬১)

তাওবা ও ইস্তিগফার মুমিনকে আল্লাহ তাআলার ক্ষমা ও দয়া লাভে সাহায্য করে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَ اسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ.

আর তোমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ বড় ক্ষমাশীল ও অতি দয়ালু।
(সূরা বাকারা ০২ : ১৯৯)

তিনি আরও বলেন—

وَ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْۤا اِلَیْهِ ؕ اِنَّ رَبِّیْ رَحِیْمٌ وَّدُوْدٌ.

তোমরা তোমাদের রবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। অতঃপর তাঁর কাছে ফিরে আস। নিশ্চয়ই আমার রব অতি দয়ালু ও অধিক মমতাময়।
(সূরা হুদ ১১ : ৯০)

তাওবা ও ইস্তিগফারকারীদের প্রতি আল্লাহ শাস্তি প্রেরণ করেন না।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَ مَا كَانَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَ اَنْتَ فِيْهِمْ وَ مَا كَانَ اللهُ مُعَذِّبَهُمْ وَ هُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ

আপনি তাদের মাঝে থাকা অবস্থায় কিছুতেই আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দেবেন না। আর তারা ক্ষমা প্রার্থনা করা অবস্থায়ও তাদেরকে শাস্তি দেবেন না।
(সূরা আনফাল ০৮ : ৩৩)

তওবা ও ইস্তিগফারের উপকারিতা হিসেবে আরও অনেক বিবৃতি রয়েছে।

কুরআনে ইরশাদ হয়েছে—

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ اِنَّهٗ كَانَ غَفَّارًا، يُّرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا، وَّ يُمْدِدْكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّ بَنِيْنَ وَ يَجْعَلْ لَّكُمْ جَنّٰتٍ وَّ يَجْعَلْ لَّكُم اَنْهٰرًا.

আমি বললাম, তোমরা তোমাদের রবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল। তাহলে তিনি তোমাদের প্রতি মুষলধারে বৃষ্টি প্রেরণ করবেন। আর তিনি তোমাদেরকে সম্পদ ও সন্তানাদি বৃদ্ধি করে দেবেন। তিনি তোমাদের জন্য বিভিন্ন উদ্যান ও নদ-নদী সৃষ্টি করে দেবেন।
(সূরা নূহ ৭১ : ১০-১২)

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে—

وَ يٰقَوْمِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْٓا اِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا وَّ يَزِدْكُمْ قُوَّةً اِلٰى قُوَّتِكُمْ وَ لَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِيْن.

হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা তোমাদের রবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। অতঃপর তাঁর কাছে তাওবা কর। তিনি তোমাদের প্রতি মুষলধারে বৃষ্টি প্রেরণ করবেন। তোমাদের শক্তিকে আরও বাড়িয়ে দেবেন। আর তোমরা অপরাধী হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিও না।
(সূরা হুদ ১১ : ৫২)

এভাবে কুরআন মাজীদ তাওবা ও ইস্তিগফারের অনেক ফায়দা ও উপকারের কথা তুলে ধরেছে। তাই আল্লাহ তাআলার ক্ষমা, দয়া এবং দুনিয়া ও আখিরাতে সব দিক থেকে তাঁর সাহায্য লাভ করার জন্য তাওবা ও ইস্তিগফারের বিকল্প নেই।

তাওবা ও ইস্তিগফারের উপকারিতায় রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন—

عن ابن عباس، رضي الله عنهما قال: قال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلم: مَنْ لَزِمَ الاستغفارَ جَعَلَ الله له من كل ضيق مَخرَجاً، ومن كل هم فرَجاً، ورزقَه من حيث لا يحتسب.

যে ব্যক্তি বেশি বেশি ইস্তিগফার করবে আল্লাহ তাআলা তার সকল সংকট থেকে উত্তরণের ব্যবস্থা করে দেন, তার সকল পেরেশানী দূর করে দেন এবং তাকে এমন জায়গা থেকে রিযিক দান করেন, যা সে কল্পনাও করতে পারে না।
(সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ১৫১৮)

তাওবার সালাত সম্পর্কে হাদিসের ব্যাখ্যা

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ الثَّقَفِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ الأَسَدِيِّ، عَنْ أَسْمَاءَ بْنِ الْحَكَمِ الْفَزَارِيِّ، قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا، - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يَقُولُ كُنْتُ رَجُلاً إِذَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَدِيثًا نَفَعَنِي اللَّهُ مِنْهُ بِمَا شَاءَ أَنْ يَنْفَعَنِي وَإِذَا حَدَّثَنِي أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ اسْتَحْلَفْتُهُ فَإِذَا حَلَفَ لِي صَدَّقْتُهُ قَالَ وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ وَصَدَقَ أَبُو بَكْرٍ - رضى الله عنه - أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مَا مِنْ عَبْدٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا فَيُحْسِنُ الطُّهُورَ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِلاَّ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ " . ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ (وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ) إِلَى آخِرِ الآيَةِ.

মুসাদ্দাদ (রাঃ) .... আস্‌মা ইবনুল হাকাম (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আলী (রাঃ)-কে বলতে শুনেছিঃ আমি এমন এক ব্যক্তি, যখন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে কোন হাদীস শুনি, তখন তার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা আমাকে তাঁর ইচ্ছানুযায়ী আমলের তৌফিক দান করেন। যখন তাঁর কোন সাহাবী আমার নিকট হাদীস

বর্ণনা করতেন, তখন আমি তার সত্যতা যাচাইয়ের জন্য তাঁকে শপথ করতাম। অতঃপর তিনি যখন সে ব্যাপারে হলফ করে বলতেন, তখন আমি তাকে সত্য বলে গ্রহণ করতাম।

আলী (রাঃ) আরো বলেন, আবু বাক্‌র সিদ্দীক (রাঃ) আমার নিকট একটি হাদীস বর্ণনা করেন এবং হল্‌ফ ছাড়াই আমি তাঁর বর্ণিত হাদীস সত্য বলে গ্রহণ করি। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ যদি কেউ গোনাহে লিপ্ত হাওয়ার পর উত্তমরূপে উযূ করে নামাযে দণ্ডায়মান হয়ে দুই রাকাত নামায আদায় করে, অতঃপর ইস্তিগ্‌ফার করে, আল্লাহ তাআলা তার ঐ গোনাহ মর্জনা করেন।

অতঃপর তিনি এ আয়াতটি তিলাওয়াত করেন,
"তারা- যখন কোন অশ্লীল কাজ করে বসে কিংবা (এর দ্বারা) নিজেদের উপর নিজেরা যুলুম করে ফেলে (সাথে সাথেই) তারা আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজেদের গুনাহের জন্যে (আল্লাহর) ক্ষমা প্রার্থনা করে। (আসলে) আল্লাহ তাআলা ছাড়া আর কে আছে যে (তাদের) গুনাহ মাফ করে দিতে পারে? এরা জেনে বুঝে কখনো নিজেদের গুনাহের ওপর অটল থাকে না।" _সূরা ৩; আলে-ইমরান ১৩৫
(আবু দাউদ: ১৫২১, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)

সালাতুত তারাবীহ

তারাবীর নামায সুন্নতে মুআক্কাদা।
রমযান মাসের রাতের সুন্নত নামাযকে তারাবী বলা হয়। কারণ, তারাবীর নামায অনেক রাকাতবিশিষ্ট দীর্ঘ নামায। মুসল্লীগণ প্রত্যেক চার রাকাত পর পর 'তারবীহ' তথা আরাম ও রাহাত গ্রহণ করে। এরপর ধারাবাহিকভাবে আবার নামায শুরু করে। এজন্য এ নামাযকে সালাতুত তারাবীহ তথা রাহাত ও আরামবিশিষ্ট নামায বলা হয়।

এই নামায নারী পুরুষ সকলের জন্য সুন্নত। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিয়মিত তারাবীর নামায পড়েছেন এবং অন্যদেরকে উৎসাহ দিয়েছেন। তাঁর ইনতিকালের পর সাহাবা-তাবেয়ীনও গুরুত্বের সাথে তারাবীর নামায আদায় করেছেন।

তারাবীর নামায রমযানুল মুবারকের অন্যতম শিআর বা প্রতীক। মুসলিমদের হৃদয়ে রয়েছে তারাবীর অনেক মর্যাদা ও মহত্ত্ব এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিকটও আছে এর বিশেষ সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্ব। হাদীস শরীফে এসেছে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সওয়াবের আশায় রমযানের রাতে ইবাদত করবে তার অতীতের গোনাহ-খাতা মাফ করে দেওয়া হবে।
(সহীহ বুখারী, হাদীস ৩৭)

হাদীসটির উদ্দেশ্য হচ্ছে, যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ঈমান রেখে এবং আল্লাহর দরবারে আজর ও সাওয়াবের আশা পোষণ করে রমযানের রাতে নামায, যিকির, তিলাওয়াত ইত্যাদি ইবাদতের মধ্যে মশগুল থাকবে, আল্লাহ তার পিছনের যাবতীয় সগীরা গুনাহ মাফ করে দেবেন।

আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযানের কিয়াম তথা রাতের বেলা ইবাদত-বন্দেগীর উৎসাহ দিতেন। কিন্তু দৃঢ়তার সাথে নির্দেশ দিতেন না। তিনি বলতেন-

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সাওয়াবের আশায় রমযানের রাতে ইবাদত করবে তার অতীতের গোনাহ-খাতা মাফ করে দেওয়া হবে।
(সহীহ মুসলিম, হাদীস ৭৫৯)

আয়েশা রা. বর্ণনা করেন-

إِنّ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَلّى فِي الْمَسْجِدِ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَصَلّى بِصَلَاتِهِ نَاسٌ، ثُمَّ صَلّى مِنَ الْقَابِلَةِ، فَكَثُرَ النّاسُ، ثُمّ اجْتَمَعُوا مِنَ اللّيْلَةِ الثّالِثَةِ، أَوِ الرّابِعَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا أَصْبَحَ، قَالَ: قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ، فَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلَّا أَنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ. وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ.

রমযানের এক রাতে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে গিয়ে নামাযে দাঁড়িয়েছেন। কিছুসংখ্যক সাহাবী তাঁর পিছনে ইক্তিদা করেছেন। দ্বিতীয় রাতেও তিনি নামায পড়েছেন। এ রাতে প্রচুর মুসল্লী হয়েছে। এরপর তৃতীয় বা (রাবী বলেছেন) চতুর্থ রাতে সাহাবায়ে কেরাম মসজিদে জড়ো হয়েছেন; কিন্তু ঐ রাতে তিনি কামরা থেকে বের হননি।

সকাল হলে তিনি সাহাবাদের লক্ষ করে বললেন, তোমরা যে এসেছো তা আমি দেখেছি। তবে, আমি তোমাদের কাছে আসিনি এ আশঙ্কায় যে, না জানি এই নামায তোমাদের উপর ফরয করে দেওয়া হয়। (সহীহ মুসলিম, হাদীস ৭৬১)

তারাবীহর রাকাত সংখ্যা

তারাবীহ সালাতের রাকাত সংখ্যা বিশ এবং বিতিরসহ তেইশ। উম্মাহত আমল এভাবেই চলে আসছে। খলীফায়ে রাশেদ উমর ইবনে খাত্তাব রা.-এর যুগ থেকে পূর্বসূরী ও উত্তরসূরী সকল মুসলিম এ বিষয়ে একমত। চার মাযহাবের কোনো ইমাম এতে দ্বিমত পোষণ করেননি। হাঁ, মদীনার মুজতাহিদ ইমাম মালেক রাহ. থেকে এক বর্ণনা আছে যে, তারাবীর নামায ছত্রিশ রাকাত। এ মতের পক্ষে তাঁর দলীল হল, তখনকার মদীনাবাসীর আমল। নাফে রাহ. থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, আমি মদীনার লোকদের দেখেছি, তারা রমযানে (ছত্রিশ রাকাত তারাবী ও তিন রাকাত বিতর মিলে মোট) উনচল্লিশ রাকাত নামায পড়েন। (-মুখতাসারু কিয়ামিল লাইল, পৃ. ২০১; ফতহুল বারী ৫/৩৫২ باب: فضل من قام رمضان)

তবে, ইমাম মালেক রাহ. থেকে প্রসিদ্ধ বর্ণনা শাফেয়ী, হাম্বলী ও হানাফী মাযহাবের মতই। অর্থাৎ তারাবীর নামায বিশ রাকাত। সুতরাং বিশ রাকাতের উপর চার মাযহাবের ইমামগণ একমত এবং এর উপর ইজমা প্রতিষ্ঠিত। আর এভাবে আল্লাহ তাআলা বিবাদ-বিসংবাদের অনিষ্ট থেকে মুমিনদের হেফাযত করেছেন।

প্রসিদ্ধ সাহাবী সাইব ইবনে ইয়াযীদ রাহ. বলেছেন-

كَانُوا يَقُومُونَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِعِشْرِينَ رَكْعَةً.

উমর ইবনে খাত্তাব রা.-এর যামানায় রমযান মাসে সাহাবায়ে কেরাম বিশ রাকাত তারাবী পড়তেন।
(সুনানে কুবরা, বায়হাকী ২/৪৯৬)

তাবেয়ী ইয়াযীদ ইবনে রুমান রাহ. বলেন-

كَانَ النّاسُ يَقُومُونَ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي رَمَضَانَ بِثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ رَكْعَةً.

উমর ইবনে খাত্তাব রা.-এর যুগে সাহাবায়ে কেরাম তেইশ রাকাত নামায পড়তেন। (মুয়াত্তা মালেক, আসার ৩৮০; সুনানে কুবরা, বায়হাকী ২/৪৯৬)

অর্থাৎ তারা বিশ রাকাত তারাবী ও তিন রাকাত বিতির পড়তেন।

ইমাম তিরমিযী রাহ. বলেন-

وَأَكْثَرُ أَهْلِ العِلْمِ عَلَى مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَغَيْرِهِمَا مِنْ أَصْحَابِ النّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عِشْرِينَ رَكْعَةً، وَهُوَ قَوْلُ الثّوْرِيِّ، وَابْنِ الْمُبَارَكِ، وَالشّافِعِي.

وقَالَ الشّافِعِيّ: وَهَكَذَا أَدْرَكْتُ بِبَلَدِنَا بِمَكّةَ يُصَلّونَ عِشْرِينَ رَكْعَةً.

উমর রা., আলী রা. ও অন্যান্য সাহাবী থেকে যা বর্ণিত হয়েছে এর উপরই অধিকাংশ আহলে ইলমের আমল। অর্থাৎ তারাবীর নামায বিশ রাকাত। সুফিয়ান ছাওরী রাহ., আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রাহ. ও শাফেয়ী রাহ.-এর মাযহাবও এ অনুযায়ীই। শাফেয়ী রাহ. বলেছেন, মক্কাবাসীদের দেখেছি, তারা বিশ রাকাত তারাবী পড়েন। (জামে তিরমিযী ২/৩২৭-৩২৮)

তারাবীহর সালাত আদায়ের নিয়ম

রমজান মাসে এশার নামাজের চার রাকাত ফরজ ও দুই রাকাত সুন্নতের পর এবং বিতর নামাজের আগে দুই রাকাত করে ১০ সালামে এই ২০ রাকাত নামাজ আদায় করা হয়।

দুই রাকাত নামাজ আদায় করে সালাম ফিরিয়ে নামাজ শেষ করা। আবার দুই রাকাত নামাজ পড়া। এভাবে ৪ রাকাত আদায় করার পর একটু বিশ্রাম নেয়া।

বিশ্রামের সময় তাসবিহ তাহলিল পড়া, দোয়া-দরূদ ও জিকির আজকার করা। তারপর আবার দুই দুই রাকাত করে আলাদা আলাদা নিয়তে তারাবি আদায় করা।

সালাতে দু'আ, জিকির ও কুরআন তিলওয়াত

দু'আ

সালাত এমন এক ইবাদত যে ইবাদতে দু'আ করা, জিকির করা, কুরআন তিলওয়াত সবকিছুই হয়। সালাত আদায় করা ইবাদত, আর এই ইবাদত পালনের মাধ্যমে আরও অনেক ইবাদত করা হয়ে যায়।
সালাত শব্দের অর্থ হচ্ছে দু'আ করা, প্রার্থনা করা।
প্রতি রাকাতে সূরা ফাতিহা তিলওয়াতের সময় আমরা দু'আ করি।

اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ؕ

আমরা কেবল তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য চাই।

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۙ

আমাদের কে সরল পথ দেখান।

দুই সিজদার মাঝে আমরা দু'আ করি। হাদিসে দু'আটি সম্পর্কে এসেছে,

اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاجْبُرْنِيْ وَاهْدِنِيْ وَعَافِنِيْ وَارْزُقْنِيْ

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মাগ্ফিরলী ওয়ারহামনী ওয়াজ্বুরনী ওয়াহদিনী ওয়া ‘আ-ফেনী ওয়ারঝুক্বনী ।

অনুবাদ : ‘হে আল্লাহ! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, আমার উপরে রহম করুন, আমার অবস্থার সংশোধন করুন, আমাকে সৎপথ প্রদর্শন করুন, আমাকে সুস্থতা দান করুন ও আমাকে রূযী দান করুন’।
(ইবনু মাজাহ: ৮৯৭; মিশকাত: ৯০১)

আল্লাহ বান্দার সবচেয়ে নিকটে থাকে সিজদারত অবস্থায়। সিজদায় দু'আ করা সম্পর্কে যেমন বিভিন্ন হাদিস রয়েছে,সিজদায় করার জন্যেও বিভিন্ন দু'আ হাদিসে পাওয়া যায়। যেমন-

(১سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلى(সুবহা-না রাব্বিয়্যাল আ’লা)

অর্থ- আমি আমার মহান প্রভুর সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করি। (আবূদাঊদ, সুনান ৮৮৫)

(২سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلى وَ بِحَمْدِه।

উচ্চারণ:- সুবহা-না রাব্বিয়্যাল আ’লা ওয়া বিহামদিহ্।

অর্থ- আমি আমার সুমহান প্রভুর সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করি। (আবূদাঊদ, সুনান, বায়হাকী ২/৮৬)

(৩سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي

হে আল্লাহ! আমাদের রব্ব! আপনার প্রশংসাসহ আপনার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছি। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে মাফ করে দিন।

সুবহা-নাকাল্লা-হুম্মা রব্বানা ওয়া বিহামদিকা আল্লা-হুম্মাগফির লী।
(বুখারী, নং ৭৯৪; মুসলিম, নং ৪৮৪)

(৪سُبُّوْحٌ، قُدُّوْسٌ، رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوْحِ

(তিনি/আপনি) সম্পূর্ণরূপে দোষ-ত্রুটিমুক্ত, অত্যন্ত পবিত্র ও মহিমান্বিত; ফেরেশতাগণ ও রূহ এর রব্ব।

সুব্বূহুন কুদ্দূসুন রব্বুল মালা-ইকাতি ওয়াররূহ।
(মুসলিম ১/৩৫৩, নং ৪৮৭; আবূ দাউদ ৮৭২)

(৫)اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذَنْبِيْ كُلَّهُ، دِقَّهُ وَجِلَّهُ، وَاَوَّلَهُ وَاٰخِرَهُ، وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرَّه ُ

হে আল্লাহ! আমার সমস্ত গুনাহ মাফ করে দিন— তার ক্ষুদ্র অংশ, তার বড় অংশ, আগের গুনাহ, পরের গুনাহ, প্রকাশ্য ও গোপন গুনাহ।

আল্লা-হুম্মাগফির লী যাম্বী কুল্লাহু; দিক্কাহু ওয়া জিল্লাহু, ওয়া আউয়ালাহু ওয়া 'আখিরাহু, ওয়া 'আলানিয়্যাতাহু ওয়া সিররাহু।

(মুসলিম ১/৩৫০, নং ৪৮৩)

(৬)اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِىْ قَلْبِىْ نُوْرًا، وَفِىْ سَمْعِىْ نُوْرًا، وَفِىْ بَصَرِىْ نُوْرًا، وَعَنْ يَّمِيْنِىْ نُوْرًا، وَعَنْ شِمَالِىْ نُوْرًا، وَاَمَامِىْ نُوْرًا، وَخَلْفِىْ نُوْرًا، وَفَوْقِىْ نُوْرًا، وَتَحْتِىْ نُوْرًا، وَاجْعَلْ لِّىْ نُوْرًا، (وَاجْعَلْنِىْ نُوْرًا) وَاجْعَلْ فِيْ نَفْسِيْ نُوْرًا، (وَفِيْ عَصَبِيْ نُوْرًا، وَفِيْ لَحْمِيْ نُوْرًا، وَفِيْ دَمِيْ نُوْرًا، وَفِيْ شَعْرِيْ نُوْرًا، وَفِيْ بَشَرِيْ نُوْرًا)، اَللّٰهُمَّ اَعْطِنِيْ نُوْرًا

হে আল্লাহ আপনি প্রদান করুন আমার অন্তরে নূর, আমার শ্রবণে নূর, আমার দৃষ্টিতে নূর, আমার ডানে নূর, আমার বামে নূর, আমার সামনে নূর, আমার পিছনে নূর, আমার উপরে নূর, আমার নিচে নূর, আপনি আমার জন্য নূর দান করুন, আপনি আমাকে নূর বানিয়ে দিন। প্রদান করুন আমার নফসে নূর, আমার স্নায়ুতন্ত্রে নূর, আমার মাংসে নূর, আমার রক্তে নূর, আমার চুল-পশমে নূর, আমার চামড়ায় নূর। হে আল্লাহ আমাকে প্রদান করুন নূর।

আল্লাহুম্মাজ্-'আল ফী ক্বালবী নূরান, ওয়াফী সাম'য়ী নূরান, ওয়াফী বাস্বারী নূরান, ওয়া 'আন ইয়ামীনী নূরান, ওয়া 'আন শিমালী নূরান, ওয়া আমা-মী নূরান, ওয়া খালফী নূরান, ওয়া ফাওক্বী নূরান, ওয়া তা'হতী নূরান, ওয়াজ্-'আল লী নূরান, ওয়াজ্-'আলনী নূরান, ওয়াজ্'আল ফী নাফসী নূরান, ওয়া ফী 'আসাবী নূরান, ওয়াফী লা'হ্মী নূরান, ওয়াফী দামী নূরান, ওয়াফী শা'অ্রী নূরান, ওয়াফী বাশারী নূরান, আল্লাহুম্মা, আ'অ্তিনী নূরান।

রাসূলুল্লাহ (স) সালাতের মধ্যে বা সাজদায় এ দুআটি বলেন।

[বুখারী (৮৩-কিতাবুদ দাওয়াত, ১০-বাবুদ্দুআ ইয়ানতাবাহা...) ৫/২৩২৭,নং ৫৯৫৭ (ভা/২-৯৩৪-৯৩৫); রাহে বেলায়াত - যিকর নং ৬২] {বি.দ্র. হিসনুল মুসলিম এপ্স থেকে নেয়া}

জিকির

যিকির বা যিকর এর আভিধানিক অর্থ হল স্মরণ করা বা উল্লেখ করা। পারিভাষিক অর্থে শরীয়তের আলোকে জিকির বলা হয়, মুখে বা অন্তরে আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা এবং প্রশংসা করা, পবিত্র কুরআন পাঠ করা, আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করা, তার আদেশ-নিষেধ পালন করা, তার প্রদত্ত নেয়ামত ও সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা।

জিকিরের গুরুত্ব

ইমাম নববী রহ. বলেন :- যিকির কেবল তাসবীহ, তাহলীল, তাহমীদ ও তাকবীর ইত্যাদিতে সীমাবদ্ধ নয়, বরং আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আনুগত্যের সাথে প্রত্যেক আমলকারীই যিকিরকারী হিসেবে বিবেচিত। আল্লাহ তাআলার যিকির এমন এক মজবুত রজ্জু যা সৃষ্টিকে স্রষ্টার সাথে সম্পৃক্ত করে। তাঁর সান্নিধ্য লাভের পথ সুগম করে। মানুষকে উত্তম আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত করে। সরল ও সঠিক পথের উপর অবিচল রাখে। এ-কারণে আল্লাহ তাআলা মুসলিম ব্যক্তিকে দিবা-রাত্রে গোপনে-প্রকাশ্যে যিকির করার আদেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন ,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا ۙ

হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহকে অধিক স্মরণ কর।

وَّسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا

এবং সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।

(সূরা আহযাব ৩৩: ৪১-৪২)

আল্লাহর পবিত্র নামের যে বরকত ও রহমত এবং স্বাদ ও আনন্দ রয়েছে তা অন্য কিছুতে নেই। আল্লাহর যিকির এমন এক শক্তি, যা দুর্বলকে সবল করে এবং সকল বিপদে দৃঢ়পদ

রাখে। কারণ আল্লাহর স্মরণকারীর বিশ্বাস এই যে, সব কিছু আল্লাহর হুকুমেই হয় এবং আল্লাহর কোনো ফয়সালা বান্দার জন্য অশুভ নয়। আল্লাহর ফয়সালা মেনে নেওয়ার মাঝেই বান্দার কামিয়াবি ও কল্যাণ। কুরআন মজীদে আল্লাহর যিকির বেশি বেশি করতে বলা হয়েছে।

কুরআন মাজীদের ওয়াদা অনুযায়ী যখন কোনো বান্দা আল্লাহকে স্মরণ করে তখন আল্লাহ তাকে স্মরণ করেন।
আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন

فَاذْكُرُوْنِيْٓ اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْا لِيْ وَلَا تَكْفُرُوْنِ

অতএব তোমরা আমাকে স্মরণ কর; আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করব। তোমরা আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও, আর কৃতঘ্ন হয়ো না।
(সূরা বাকারা ২: ১৫২)

আর জিকির করা অর্থাৎ আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করা সবচেয়ে উপযোগী ও সহজ মাধ্যম হচ্ছে সালাত আদায় করা। সালাত আদায়ে আল্লাহর প্রতি মনোযোগী হওয়া কর্তব্য। সালাতের দ্বারা অধিক জিকির করা সম্ভব। এতে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা সম্ভব হয়।

কুরআন তিলওয়াত

আল্লাহর কাছে পছন্দনীয় ইবাদত হচ্ছে কুরআন তিলওয়াত।
কুরআন মাজীদ আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পবিত্র কালাম। যারা আল্লাহর কালাম তিলাওয়াত করে, এ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা তথা তাদাব্বুর-তাফাক্কুর করে, কুরআন থেকে হেদায়েত গ্রহণ করে, কুরআন শিক্ষা দেয় এবং পারস্পরিক কুরআনের চর্চা করে আল্লাহ তাদের প্রতি অত্যন্ত খুশি হন। তাদের উপর বিশেষ রহমত বর্ষণ করেন, তাদের অন্তরে প্রশান্তি ঢেলে দেন এবং তাদের মর্তবা বুলন্দ করতে থাকেন।

আল্লাহ তাআলা কুরআনের সাথে মুমিনের সম্পর্কের চিত্রায়ণ করেছেন অত্যন্ত চমৎকার ভঙ্গিমায়-

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللهُ وَ جِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَ اِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّ عَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ.

মুমিন তো তারাই, (যাদের সামনে) আল্লাহকে স্মরণ করা হলে তাদের হৃদয় ভীত হয়, যখন তাদের সামনে তাঁর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা হয় তখন তা তাদের ঈমানের উন্নতি সাধন করে এবং তারা তাদের প্রতিপালকের উপর ভরসা করে।
(সূরা আনফাল ০৮: ০২)

আল্লাহ তাআলা বলেন-

اِنَّ الَّذِيْنَ يَتْلُوْنَ كِتٰبَ اللهِ وَ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَ اَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّ عَلَانِيَةً يَّرْجُوْنَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُوْرَ، لِيُوَفِّيَهُمْ اُجُوْرَهُمْ وَ يَزِيْدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ اِنَّهٗ غَفُوْرٌ شَكُوْرٌ.

যারা আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করে, নামায কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে (সৎকাজে) ব্যয় করে গোপনে ও প্রকাশ্যে, তারা এমন ব্যবসার আশাবাদী, যা কখনও লোকসান হয় না, যাতে আল্লাহ তাদেরকে তাদের পূর্ণ প্রতিফল দেন এবং নিজ অনুগ্রহে আরও বেশি দান করেন। নিশ্চয়ই তিনি অতি ক্ষমাশীল, অত্যন্ত গুণগ্রাহী।
(সূরা ফাতির ৩৫ : ২৯-৩০)

আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

...وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ، يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمِ السَّكِينَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ.

...আর যারা আল্লাহর ঘরে একত্র হয়ে আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করে এবং পারস্পরিক কুরআনের চর্চা করে, তাদের প্রতি 'সাকীনা' তথা এক প্রকার বিশেষ প্রশান্তি বর্ষিত হয়, রহমত তাদেরকে আচ্ছাদিত করে নেয় এবং আল্লাহ তাঁর কাছের ফিরিশতাদের মাঝে তাদের আলোচনা করেন।
(সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৬৯৯)

আল্লাহ আমাদেরকে সেই মোবারক কাফেলায় শরীক করে নিন- আমীন।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، وَالحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، لَا أَقُولُ الم حَرْفٌ، وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ.

যে ব্যক্তি কুরআনের একটি হরফ পড়ল তার জন্য রয়েছে একটি নেকী। আর একটি নেকী দশ নেকী সমতুল্য। নবীজী বলেন, আমি বলছি না যে, আলিফ লাম মীম- একটি হরফ। বরং আলিফ একটি হরফ, লাম একটি হরফ এবং মীম একটি হরফ।
(জামে তিরমিযী, হাদীস ২৯১০)

অতএব আলিফ লাম মীম তিলাওয়াত করলে কমপক্ষে ত্রিশ নেকী লাভ হবে, ইনশাআল্লাহ

আয়েশা সিদ্দীকা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ، وَالَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ، وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ، لَهُ أَجْرَانِ.

যারা উত্তমরূপে কুরআন পড়বে তারা থাকবে অনুগত সম্মানিত ফিরিশতাদের সাথে। আর যে কুরআন পড়তে গিয়ে আটকে আটকে যায় এবং কষ্ট হয়, তার জন্য রয়েছে দ্বিগুণ সওয়াব। (সহীহ মুসলিম, হাদীস ৭৯৮)

যে ব্যক্তি দুনিয়ার জীবনে কুরআন কারীমকে নিজের সঙ্গী বানাবে কিয়ামতের দিন কুরআন তাকে ভুলবে না। কিয়ামতের সেই বিভীষিকাময় মুহূর্তে কুরআন তাকে সঙ্গ দেবে এবং তার জন্য সুপারিশ করবে। আবু উমামা বাহেলী রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

اقْرَؤُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لأَصْحَابِهِ.

তোমরা কুরআন পড়। কেননা কিয়ামতের দিন কুরআন তার 'ছাহিবের' জন্য সুপারিশ করবে। (সহীহ মুসলিম, হাদীস ৮০৪)

কুরআনের ছাহিব বলা হয় যারা কুরআন তিলওয়াত করে, কুরআন নিয়ে তাদাব্বুর করেন।

আবু হুরায়রা রা. বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

لاَ حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ عَلَّمَهُ اللهُ القُرْآنَ، فَهُوَ يَتْلُوهُ آنَاءَ اللَّيْلِ، وَآنَاءَ النَّهَارِ، فَسَمِعَهُ جَارٌ لَهُ، فَقَالَ: لَيْتَنِي أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِيَ فُلاَنٌ، فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا فَهُوَ يُهْلِكُهُ فِي الحَقِّ، فَقَالَ رَجُلٌ: لَيْتَنِي أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِيَ فُلاَنٌ، فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ.

কারো সাথেই হিংসা নয়, তবে দু'জন এর ব্যতিক্রম। প্রথমজন হল, আল্লাহ একজনকে কুরআন শেখার তাওফীক দিয়েছেন। ফলে সে তা দিন-রাত তিলাওয়াত করে। তার প্রতিবেশী তা শুনতে পেয়ে আফসোস করে বলল, হায় সে যেমন কুরআন পড়ে আমি যদি তেমন পারতাম, তাহলে তো তার মতো আমিও আমল করতাম!

অপরজন হল, আল্লাহ একজনকে সম্পদ দিয়েছেন। সেগুলো সে ন্যায়ের পথে খরচ করে। তা দেখে একজন বলল, হায় আমারও যদি তার মতো সম্পদ থাকত তাহলে আমিও তার মতো খরচ করতে পারতাম।
(সহীহ বুখারী, হাদীস ৫০২৬, ৪৭৩৮)

উপরোক্ত কুরআনের আয়াত ও হাদিস থেকে বুঝা যায়, কুরআন তিলওয়াত কত ফযিলতপূর্ণ একটি আমল।
কুরআন তিলওয়াত ছাড়া সালাত হবে না। সালাতের শর্তের মধ্যেই রয়েছে কিরাত পাঠ করা অর্থাৎ কুরআন তিলওয়াত করা।
তাহলে বলা যায়, সালাত ই কুরআন তিলওয়াতের সবোর্ত্তম মাধ্যম। আল্লাহ আমাদের অধিক নফল সালাত আদায়ের এবং সালাতে অধিক পরিমাণে কুরআন তিলওয়াত করার তাওফিক দান করুক।

নবী-রাসূলদের নফল সালাত

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে নফল সালাত আদায় করেছেন এবং অন্যদের ও পড়তে উৎসাহিত করেছেন। তিনি নফল সালাত বিশেষ করে রাতের নফল সালাত বা তাহাজ্জুদ বাদ দিতেন না। রাতের নফল সালাত আদায় করতেন দীর্ঘ সময় নিয়ে। এই বিষয়ে হাদিসে এসেছে,

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا صَلَّى قَامَ حَتَّى تَفَطَّرَ رِجْلاَهُ قَالَتْ عَائِشَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَصْنَعُ هَذَا وَقَدْ غُفِرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ فَقَالَ " يَا عَائِشَةُ أَفَلاَ أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا" .

আয়িশাহ্ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সালাত আদায় করতেন তখন এত বেশি দাঁড়িয়ে থাকতেন যে এতে তার দু’পা ফুলে যেত। এ দেখে আয়িশাহ্ (রাযিঃ) বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনি এরূপ করছেন অথচ আপনার পূর্বাপর যাবতীয় ত্রুটি-বিচ্যুতি মাফ করে দেয়া হয়েছে। এ কথা শুনে তিনি বললেন, হে ’আয়িশাহ আমি কি শুকরগুজার বান্দা হব না?
(সহিহ বুখারি: ৪৮৩৭; সহিহ মুসলিম:২৮২০)

অন্য এক বর্ণনায় পাওয়া যায়,

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন রাতে নফল নামাযে দাঁড়ালেন। সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. তাঁর সঙ্গে নামাযে শরীক হলেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায এতটাই দীর্ঘ করছিলেন, যার সঙ্গে পেরে না উঠে হযরত ইবনে মাসউদ রা. নামায ছেড়ে দিতে চাইলেন। তার বক্তব্য এমন-

صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةً فَلَمْ يَزَلْ قَائِمًا حَتَّى هَمَمْتُ بِأَمْرِ سَوْءٍ.

আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে এক রাতে নামায পড়ছিলাম। তিনি এত দীর্ঘ সময় নামাযে দাঁড়িয়ে ছিলেন, একপর্যায়ে আমি এক মন্দ চিন্তা করতে লাগলাম।

উপস্থিত ব্যক্তিরা জিজ্ঞেস করলেন : আপনি কী চিন্তা করেছিলেন? তিনি উত্তর দিলেন-

هَمَمْتُ أَنْ أَقْعُدَ وَأَذَرَ النَّبِيِّ صلىالله عليه وسلم.

আমি চাইছিলাম, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে এ নামায ছেড়ে দিয়ে বসে পড়ি!
(সহীহ বুখারী, হাদীস ১১৩৫)

হযরত ইবনে মাসউদ রা. সম্পর্কে যারা জানেন, তারা জানেন- নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতের প্রতি তিনি কতটা যত্নবান ছিলেন! নবী-পরিবারের সদস্য না হয়েও তিনি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে যতটা ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন, তা সাহাবায়ে কেরামের কাফেলার মধ্যেও বিরল। স্বাভাবিক কথা, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাতের নামাযের দীর্ঘতা সম্পর্কেও জেনে থাকবেন। কিন্তু সে ইবনে মাসউদ রা.-ই যখন নামায ছেড়ে দিতে চাইলেন, এতে সহজেই অনুমেয়- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সে রাতের নামায কতটা দীর্ঘ হয়েছিল!

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে নফল সালাতের প্রতি মনোযোগী ছিলেন অন্যদেরও নফল সালাত আদায়ের তাগিদ দিয়েছেন।

এছাড়া অন্যান্য নবীগণের সালাত আদায় সম্পর্কে কুরআনে বিভিন্ন আয়াত রয়েছে। যেমন-
ইব্রাহিম (আ) দু'আ করেছিলেন,

رَبِّ اجْعَلْنِيْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِيْ ۖ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَآءِ ۝

হে আমার প্রতিপালক! আমাকে নামায প্রতিষ্ঠাকারী বানাও এবং আমার বংশধরদের মধ্য হতেও। হে আমাদের প্রতিপালক! আমার দুআ কবুল কর।
(সূরা ইব্রাহিম ১৪:৪০)

ঈসা (আ) সম্পর্কে কুরআনে এসেছে,

وَّجَعَلَنِيْ مُبٰرَكًا اَيْنَ مَا كُنْتُ ۝ وَاَوْصٰنِيْ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ۝

যেখানেই আমি থাকি না কেন, তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন, তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন আজীবন নামায ও যাকাত আদায় করতে।
(সূরা মারইয়াম ১৯:৩১)

ঈসমাইল (আ) সম্পর্কে কুরআন আছে,

وَكَانَ يَاْمُرُ اَهْلَهٗ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ ۝ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهٖ مَرْضِيًّا

সে তার পরিজনবর্গকে নামায ও যাকাত আদায়ের নির্দেশ দিত এবং সে ছিল তার প্রতিপালকের নিকট সন্তোষভাজন।
(সূরা মারইয়াম ১৯:৫৫)

সাহাবাদের নফল ইবাদত

ঈমান হচ্ছে সকল নিআমতের মধ্যে সবচেয়ে বড় ও মূল্যবান নিআমত। ঈমান ছাড়া যাবতীয় আমল নিষ্ফল। আর ঈমান থাকলে 'সামান্য' আমলও দামি। ঈমান যত বিশুদ্ধ, মজবুত ও পরিপূর্ণ হবে ইবাদত-বন্দেগী, লেনদেন, চলাফেরা, আচার-ব্যবহার, স্বভাব-চরিত্র তত সুন্দর ও সমৃদ্ধ হবে।

সাহাবায়ে কেরামের ঈমান অত্যন্ত বিশুদ্ধ, মজবুত ও পরিপূর্ণ ছিল। তাঁদের অন্তরে ঈমান গেঁথে গিয়েছিল। তাঁদের ঈমান ছিল পর্বত-প্রমাণ।

সাহাবায়ে কেরামের জীবনে দুঃখ-কষ্ট এসেছে। কাফেররা তাঁদের উপর নির্যাতন করেছে। কাফেরদের একটাই দাবি ছিল, মুহাম্মাদের ধর্ম ছেড়ে দাও। তাহলে আমাদের থেকে মুক্তি পেয়ে যাবে। সেইসঙ্গে ছিল নানা প্রলোভন ও হাতছানি।

আল্লাহ তাআলা যুগে যুগে অনেক নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। বিশ্ববাসীকে সুখ-শান্তি, কল্যাণ ও সফলতার পথ প্রদর্শনের জন্য সর্বশেষ নবী প্রেরণ করেছেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এবং বান্দাদের নির্দেশ দিয়েছেন, তারা যেন তাঁর আনুগত্য করে। তাঁর আদেশ-নিষেধ শিরোধার্য করে। তাঁর শিক্ষা-নির্দেশনা মেনে চলে। সর্বোপরি তাঁকে আদর্শরূপে ধারণ করে।

সাহাবায়ে কেরাম আল্লাহর নির্দেশমতো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য করেছেন। এক্ষেত্রে গোটা উম্মতের ইতিহাসে তাঁদের রয়েছে অনন্য বৈশিষ্ট্য। নবীজীর আনুগত্যের যে দৃষ্টান্ত তাঁরা স্থাপন করেছেন এর নজির কেবল তাঁরাই। তাঁরা তাঁর আদেশ-নিষেধ, শিক্ষা-নির্দেশনা, বাণী, কর্ম সবকিছুর অনুসরণ করতেন। তাঁর চোখের ইশারা ও মনের ভাষা পর্যন্ত অনুধাবন করতেন। তাঁর আদেশ-নিষেধ মানার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকতেন। তাঁর আদেশকে সবকিছুর উপর প্রাধান্য দিতেন। তাঁর পছন্দ নয় এমন কাজ

পরিহার করতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধা করতেন না। আকীদা-বিশ্বাস, ইবাদত-বন্দেগী, লেনদেন, চলাফেরা, স্বভাব-চরিত্র, আচার-ব্যবহার সর্বক্ষেত্রে তাঁকে আদর্শরূপে ধারণ করেছিলেন। তাঁদের জীবন ছিল নববী-আদর্শের জীবন্ত ছবি। নবীজীর পরিপূর্ণ ও একনিষ্ঠ আনুগত্যই গোটা উম্মতের মধ্যে তাঁদেরকে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রজন্মে পরিণত করে।

সাহাবারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে অন্ধের মত অনুসরণ করতেন। এতে বুঝা যায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নফল সালাতের যেমন তাগিদ দিয়েছেন তারাও সেভাবে আদায়ের চেষ্টা করতেন।

কুরআন ও হাদিসের আলোকে নফল সালাত

নফল সালাত সম্পর্কে কুরআন ও হাদিসের কয়েকটি বর্ণনা দে হলো-

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

كَلَّا ۚ لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب ۩

সাবধান! তুমি তার অনুসরণ করো না। তুমি সিজদা কর ও আমার নিকটবর্তী হও।
(সূরা আল আলাক ৯৬:১৯)

অর্থাৎ আল্লাহর উদ্দেশ্যে সালাত আদায় কর এবং সমস্ত সৎ কাজের মাধ্যমে তাঁর নৈকট্য লাভ কর, আর সৎ কাজের মধ্যে আল্লাহর জন্য সাজদাহ হচ্ছে সবচেয়ে বড়।

অন্য একটি আয়াতে এসেছে,

وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ۚ وَاِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اِلَّا عَلَي الْخٰشِعِيْنَ ۙ

তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর এবং বিনীতগণ ব্যতীত আর সকলের নিকট নিশ্চিতভাবে এ কঠিন।
(সূরা বাকারা ২:৪৫)

এই জন্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন ই কোনো সমস্যায় পড়তেন তখন ই সালাত আদায়ে দাঁড়িয়ে যেতেন। আল্লাহর কাছে সমাধান চাইতেন এবং সাহায্য প্রার্থনা করতেন।

হাদিসে নফল সালাত কে সর্বোত্তম আমল বলা হয়েছে।

عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ " اسْتَقِيمُوا وَلَنْ تُحْصُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلاَةُ وَلاَ يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلاَّ مُؤْمِنٌ" .
সাওবান (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমরা (দ্বীনের উপর) অবিচল থাকো, যদিও তোমরা আয়ত্তে রাখতে পারবে না। জেনে রাখো, তোমাদের আমলসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম হল সালাত। কেবল মুমিন ব্যাক্তই যত্ন সহকারে অজু করে। (ইবনে মাজাহ ২৭৭)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাতবিহীন ঘরকে কবরের সাথে তুলনা করেছেন। তাই তিনি বলেছেন কবরে যেমন সালাত নেই নিজেদের ঘরকে যেন সেরূপ না বানায়। অর্থাৎ ঘরে যেন নফল সালাত আদায় করা হয়।

عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ وَلاَ تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا" .

নাফি (রহঃ) থেকে বর্ণিত যে, আব্দুল্লাহ ইবনু উমর (রাঃ) বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা নফল সালাত আপন আপন ঘরেই আদায় করবে। ঘরে নফল সালাত আদায় না করে ঘরকে কবরের ন্যায় বানিয়ে নিও না।

(আস-সহীহাহ ১৯১০, সহীহ আবু দাউদ হাঃ ৯৫৮, বুখারী ৪৩২, মুসলিম)

নফল সালাত ঘরে আদায় করা

নফল সালাত ঘরে আদায় করা উত্তম।

হাদিসে এই বিষয়ে বলা হয়েছে,

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اتَّخَذَ حُجْرَةً فِي الْمَسْجِدِ مِنْ حَصِيرٍ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِيهَا لَيَالِيَ حَتَّى اجْتَمَعَ إِلَيْهِ النَّاسُ ثُمَّ فَقَدُوا صَوْتَهُ لَيْلَةً فَظَنُّوا أَنَّهُ نَائِمٌ فَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَتَنَحْنَحُ لِيَخْرُجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ " مَا زَالَ بِكُمُ الَّذِي رَأَيْتُ مِنْ صُنْعِكُمْ حَتَّى خَشِيتُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ مَا قُمْتُمْ بِهِ فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ فَإِنَّ أَفْضَلَ صَلاَةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلاَّ الصَّلاَةَ الْمَكْتُوبَةَ" . َ

যায়দ ইবনু সাবিত (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে একটি চাটাইকে হুজরার ন্যায় বানিয়ে নিলেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাতে কয়েক রাত্রি সালাত আদায় করলে কিছু লোকও তার সাথে একত্রিত হয়ে গেল। পরে এক রাত্রিতে তারা তার কোন সাড়া শব্দ না পেয়ে অনুমান করল যে, তিনি হয়ত ঘুমিয়ে আছেন। তাই কেউ কেউ গলা খঁকারি দিতে লাগল, যাতে তিনি তাদের সামনে বেরিয়ে আসেন।

তিনি বললেন আমি তোমাদের আমার সাথে রাত্রে জামাতে নফল সালাত আদায় করতে বরাবর দেখেই আসছি। তাতে আমার ভয় হয় যে, তা তোমাদের উপর ফরযই না করে দেওয়া হয়। যদি তা তোমাদের উপর ফরয করে দেওয়া হয় তবে তোমরা তা যথাযথ রূপে আদায় করতে সক্ষম হতে না। অতএব, হে লোক সকল! তোমরা আপন আপন ঘরেই নফল সালাত আদায় করবে, কেননা ফরয সালাত ছাড়া মানুষের অধিক উত্তম সালাত তার ঘরেই আদায়কৃত সালাত।
(বুখারী ৭২৯০; সুনান আন নাসাই:১৬০২)

অন্য আরেক হাদিসে এসেছে,

عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلاَةَ الْمَغْرِبِ فِي مَسْجِدِ بَنِي عَبْدِ الأَشْهَلِ فَلَمَّا صَلَّى قَامَ نَاسٌ يَتَنَفَّلُونَ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " عَلَيْكُمْ بِهَذِهِ الصَّلاَةِ فِي الْبُيُوت" . ِ

সা'দ ইবনু ইসহাক এর দাদা [কা'ব ইবনু উজরা (রাঃ)] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার আবদুল আশহাল গোত্রের মসজিদে মাগরিবের সালাত আদায় করলেন। যখন তিনি সালাত আদায় করে নিলেন, কিছু লোক নফল সালাত আদায় করার জন্য দাঁড়িয়ে গেল। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমাদের এ নফল সালাত ঘরেই আদায় করা উচিত।
(ইবন মাজাহ ১১৬৫)

সারসংক্ষেপ

ইসলামের পাঁচটি রুকনের একটি হলো সালাত। ফরজের পাশাপাশি নফল সালাত আদায়ে কুরআন ও হাদিসে অধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। আল্লাহ চান, বান্দা যেকোনো প্রয়োজনে যেন আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাই এবং তা সালাত ও সবরের মাধ্যমে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নফল সালাত কে সর্বোত্তম আমল হিসেবে উল্লেখ করেছেন।
সালাত ই এমন এক ইবাদত যেখানে আরও অনেক ইবাদত যেমন দু'আ, জিকির, কুরআন তিলওয়াত ইত্যাদির সমাহার রয়েছে।
নফল সালাতের দ্বারা বান্দা আল্লাহর অধিক নিকটবর্তী হয়ে থাকে। ফলে জান্নাত লাভ করা সহজ হয়।
আল্লাহ আমাদের অধিক হারে হাদিসে বর্ণিত নফল সালাতসমূহ আদায়ের তাওফিক দিক। আমিন ইয়া রাব্বুল আ'লামিন।